NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৬ গুজরাতে রোপওয়ে ছিঁড়ে মৃত ৬

নুড গ্যাং আতঙ্কে কাঁটা উত্তরপ্রদেশের গ্রাম ৭

কলকাতা ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ২১ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.09.2025, Vol.19, Issue No. 89, 8 Pages, Price 3.00

ট্রাম্পের উলটপুরাণ, ‘প্রতিদান’ মোদীরও

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: ভারত সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইতিবাচক মন্তব্যের পর বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। জানালেন, এই ইতিবাচক বক্তব্যের প্রতিদান তিনি দেবেন। ট্রাম্পের অবস্থানের প্রশংসাও করেছেন মোদী।

শনিবার সকালে দু’লাইনের বার্তা দিয়ে একটি পোস্ট করেছেন মোদী। লিখেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুভূতি এবং আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ওঁর ইতিবাচক বক্তব্যের প্রশংসা করছি। আমরা এর সম্পূর্ণ প্রতিদান দেব।’ এর পরের বাক্যে মোদী বলেন, ‘ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক, ভবিষ্যৎমুখী এবং কৌশলগত অংশীদারি রয়েছে।’

সম্প্রতি এসসিও সম্মেলনে যোগ দিতে চিনে গিয়েছিলেন মোদী। সেখানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয় তাঁর। মোদী-পুতিন-জিনপিংয়ের সেই ছবি পোস্ট করে শুক্রবার সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ করেছিলেন ট্রাম্প। লিখেছিলেন, ‘ভারত আর রাশিয়াকে আমরা চিনের অন্ধকারে হারিয়ে ফেললাম। ওদের ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা।’ কিন্তু এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রাম্প আবার মতবদল করে ফেলেন। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ‘ভারতকে হারিয়ে ফেলিনি তো! মোদী আমার খুব ভাল বন্ধু, সব সময় সে বন্ধুত্ব থাকবে। উনি খুব ভাল প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক রয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।’ মোদী সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আপনারা তো জানেন, মোদীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল। মাস দুয়েক আগে উনি এখানে এসেছিলেন। এমনকি, আমরা রোজ গার্ডেনে গিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলাম।’

এএনআইয়ের এই সংক্রান্ত পোস্ট শনিবার সকালে শেয়ার করেছেন মোদী। তার সঙ্গে ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে দু’লাইনের বার্তা দিয়েছেন।

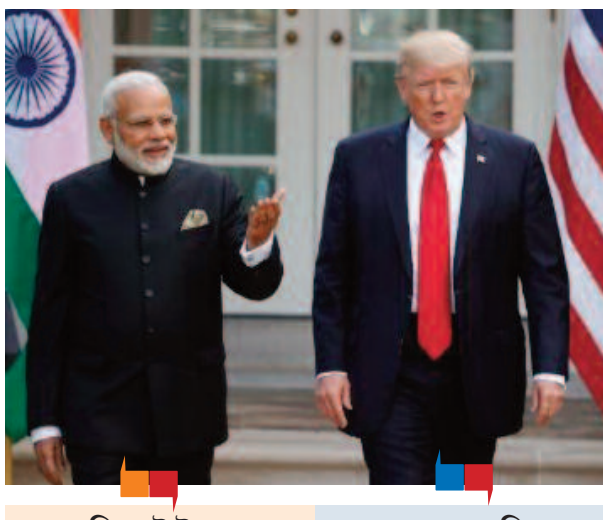

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনুভূতি এবং আমাদের সম্পর্ক নিয়ে ওঁর ইতিবাচক বক্তব্যের প্রশংসা করছি। আমরা এর সম্পূর্ণ প্রতিদান দেব। ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে অত্যন্ত ইতিবাচক, ভবিষ্যৎমুখী এবং কৌশলগত অংশীদারি রয়েছে।

-- নরেন্দ্র মোদী

ভারতকে হারিয়ে ফেলিনি তো! মোদী আমার খুব ভাল বন্ধু, সব সময় সে বন্ধুত্ব থাকবে। উনি খুব ভাল প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক রয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

-- ডোনাল্ড ট্রাম্প

আজ নিয়োগের পরীক্ষা, এসএসসির অগ্নিপরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ সেই প্রতীক্ষিত পরীক্ষা। প্রায় আট বছর পর পরীক্ষা হচ্ছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের। নবম ও দশমের নিয়োগ পরীক্ষা রয়েছে এদিন। তার আগে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে সব তথ্য জানানো হল এসএসসি-র তরফে। এই পরীক্ষা নিয়ে শনিবার এসএসসি-র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এক সাংবাদিক বৈঠকও করেন। এই বৈঠকে তিনি জানান, পরীক্ষায় নিরাপত্তা বজায় বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ করছে এসএসসি।

পাশাপাশি তিনি এও জানান, ২০২৫-এর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার। এর মধ্যে ৭ সেপ্টেম্বর পরীক্ষায় বসবে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৯১৯ জন। এরপর ১৪ তারিখে পরীক্ষা দেবে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার প্রার্থী। ৭ সেপ্টেম্বর মোট পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৬৩৬। ১৪ তারিখ থাকবে ৪৭৮টি পরীক্ষাকেন্দ্র। এর পাশাপাশি পরীক্ষার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক তল্লাশি হবে পরীক্ষার্থীদের।

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, অবশ্যই অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে যেতে হবে পরীক্ষার্থীদের। অ্যাডমিট কার্ডে স্ক্যানার থাকবে। অ্যাডমিট কার্ড আসল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা কি না, সেটাও বোঝা যাবে।

যার অ্যাডমিটে কোনও সমস্যা আছে, ছবি বা সই-তে কোনও অস্পষ্টতা আছে, তাদের পরীক্ষা যাতে বাতিল না হয়, তার অরিজিনাল সেল্ফ অ্যাটেস্ট করা আইডি কার্ডের জেরক্স কপি নিয়ে যেতে হবে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রশ্নপত্রে সিকিওরিটি ফিচার থাকবে। কেউ যদি কেউ প্রশ্নপত্রের ছবি তোলেন, তা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারবেন এসএসসি-র আধিকারিকরা। এমনই ফিচার থাকছে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর প্রশ্নপত্র ও ওএমআর শিটে আলাদা আলাদা সিকিউরিটি ফিচার থাকবে।

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ভেন্যু ইনচার্জের কাছে সবাইকে মোবাইল ফোন জমা রাখতে হবে। তবে বেশ কিছু ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সতর্ক করা হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। এই সতর্কতার মধ্যে রয়েছে, দুপুর ১২টার পরে আর পরীক্ষার হলে ঢোকা যাবে না। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সকাল ৮ টা থেকে কন্ট্রোল রুম কাজ করবে। ইন্টারনেট বন্ধ থাকবে না। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হল, ওএমআর শিটের এক থেকে পাঁচ নম্বর জায়গা পূরণ করতেই হবে। না হলে সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে। পরীক্ষা শুরু দুপুর ১২টায়। এদিকে এসএসসি জানিয়েছে, ২ ঘণ্টা আগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যেতে হবে চাকরিপ্রার্থীদের। অর্থাৎ সকাল ১০টার মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের নিজের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যেতে হবে।

বাসন্তী দেবী কলেজে আজকের পরীক্ষার আগে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ছবি: অদিতি সাহা

জিএসটি ৩.০ আরও স্বচ্ছ, বার্তা অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর: জিএসটি ২.০ জোর দিয়েছে সরল ব্যবস্থায়। জিএসটি ৩.০ নজর দেবে আরও স্বচ্ছতায়। একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, জিএসটি ২.০-তে গোটা ব্যবস্থা সরল করা হয়েছে। জিএসটি ৩.০-তেও তা-ই থাকবে। তবে নতুন মোড়কে। ধাঁচা একই রেখে কাঠামোয় বদল আনা হতে পারে। প্রসঙ্গত, জিএসটি পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জিএসটি ২.০-তে থেকে মূলত দু’টি জিএসটি-র হার চালু হবে। ৫ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। ১২ শতাংশ ও ২৮ শতাংশের জিএসটি হার তুলে দেওয়া হবে। তার ফলে অধিকাংশ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে জিএসটি-র হার ১২ বা ১৮ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ বা শূন্যে নেমে আসবে।

উল্লেখ্য, জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমা থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) তুলে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভা নির্বাচনের আগেই সেই দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে চিঠি লিখেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত দিনে জিএসটির নতুন কাঠামো কার্যকর হওয়ায় মমতাকে কৃতিত্ব দেবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তাঁর মুখে শোনা গেল পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের প্রশংসা। সেই সঙ্গে মমতার সেই চিঠি নিয়েও মুখ খুললেন নির্মলা।

শনিবার একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গেলে বিমায় জিএসটি মকুব সংক্রান্ত মমতার চিঠি নিয়ে নির্মলাকে প্রশ্ন করা হয়। সঞ্চালক বলেন, ‘তৃণমূলের দাবি, এক বছর আগে মমতা জীবন ও স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে আপনাকে চিঠি দিয়েছিলেন। এখন সেটা বাস্তবায়িত হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা কৃতিত্ব নিতে চাইছেন। আপনি কি এর জন্য মমতাকে কৃতিত্ব দেবেন?’

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমার প্রশংসা করে নির্মলা বলেন, ‘প্রথমত, আমি ভারতের রাজনীতিতে মহিলা নেত্রীদের খুব সম্মান করি। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীও মহিলা। তিনি জিএসটি কাউন্সিলে খুব ভাল ভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যে বিষয়গুলি আমি সমর্থন করি না, তা নিয়েও ওঁর বক্তব্য খুব সুচিন্তিত এবং সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত।’

মমতার চিঠি এবং জিএসটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে কৃতিত্ব প্রসঙ্গে নির্মলা বলেন, ‘মমতা আমাকে বিমায় জিএসটি তোলার কথা বলে চিঠি লিখে থাকতে পারেন। কিন্তু জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক থেকে বেরিয়ে প্রথমেই আমি যে কাজটা করেছিলাম, তা হল প্রত্যেক মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানো। দলমত নির্বিশেষে। আমরা সকলে মিলে আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেছি, যা মানুষের পক্ষে ইতিবাচক। তাই বৈঠকে উপস্থিত সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।’

উল্লেখ্য, গত ৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে নির্মলার নেতৃত্বে বৈঠকে বসেছিল জিএসটি কাউন্সিল। সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সেখানে ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁরা জিএসটি সংস্কারের বিষয়ে একমত হন। রাতে তা ঘোষণা করা হয়। সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলি এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রধান উদ্বেগ ছিল রাজস্ব নিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকে রাজি করানো গিয়েছে।

আদালতে আত্মসমর্পণ চন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিন্‌হাকে একাধিকবার তলব করা হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে। তবে সে তলব তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। এরপর গতমাসে আচমকা ইডি দপ্তরে গেলেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল কি না জানা যায়নি। অবশেষে শনিবার প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আদালতে আত্মসমর্পণ করতে দেখা গেল তাঁকে। এদিন এই আত্মসমর্পণের পর ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তিনি জামিনও পান। জামিন দিলেও আদালত নির্দেশ দিয়েছে, মামলার পরবর্তী শুনানির আগে কলকাতা ও বোলপুরের বাইরে যেতে পারবেন না রাজ্যের কারামন্ত্রী।

ইডি সূত্রে খবর, প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে প্রাক্তন তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের বাড়ি থেকে চাকরিপ্রার্থীদের তালিকা উদ্ধার হয়। ১০০ জন চাকরিপ্রার্থীর নামের তালিকা পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, ইডির জেরায় কুন্তল দাবি করেন, ওই তালিকা পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। রাজ্যের কারামন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল ইডি। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিটও জমা পড়েছে। এই আবহে এদিন ইডি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন চন্দ্রনাথ। ইডি হেপাজতে চেয়ে আবেদন করলেও শর্তসাপেক্ষে জামিন পান রাজ্যের কারামন্ত্রী।

ইডির আইনজীবী ধীরাজ দ্বিবেদী বলেন, ‘আমরা হেপাজতে চেয়ে আবেদন করেছি। ৭ দিনের জন্য হেপাজতে চেয়েছিলাম। ১৬ সেপ্টেম্বর শুনানি হবে। তার আগে কলকাতা এবং নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বোলপুরের বাইরে কোথাও যেতে পারবেন না তিনি।’

এদিকে চন্দ্রনাথের এই জামিন নিয়ে বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল বলেন, ‘উনি জামিন পেয়েছেন, এটা তো ভাল জিনিস।’ অন্যদিকে আবার ইডি আদালতে দাবি করেছে, চন্দ্রনাথ সাক্ষীদের প্রভাবিত করছেন। এই নিয়ে অনুব্রত বলেন, ‘ইডি কী বলছে, সেটা তাদের ব্যাপার। সেটা ইডিকে জিজ্ঞাসা করুন।’

এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। বলেন, ‘রাজ্যের তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রী। ঘটনাচক্রে কারামন্ত্রী। কারামন্ত্রীকে যদি অভিযুক্ত হিসেবে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হয়, সেটা তো বাংলা ও বাঙালির জন্য সুখের বিষয় নয়। অস্মিতার বিষয় নয়। এটা লজ্জার। পশ্চিমবঙ্গে যে চাকরির দোকান কলকাতা ও বেহালার বাইরে জেলায় জেলায় খোলা হয়েছিল, ইডির চার্জশিটে তা প্রমাণিত। ইডি যে অভিযোগ এনেছে, তাতে এটাই প্রমাণিত হল, চাকরির দোকান সারা পশ্চিমবঙ্গেই ছড়িয়েছে।’

আজ আকাশে ‘ব্লাড মুন’

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ রাতের আকাশে দেখা যাবে ব্লাড মুন। ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন অন্যতম এই মহাজাগতিক ঘটনা দেখার জন্য। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এদিন হবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। যা ‘ব্লাড মুন’ নামে পরিচিত। এই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে রাত ৯টা ৫৭ মিনিট থেকে। পূর্ণগ্রাস অর্থাত গ্রহণের পূর্ণতা পর্ব রাত ১১টা থেকে ৮ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ২৩ মিনিট পর্যন্ত। এরপর গ্রহণের সমাপ্তি ঘটবে রাত ১টা ২৭ মিনিটে। পূর্ণগ্রাসের মোট সময়কাল। ১ ঘন্টা ২৩ মিনিট। এই ১ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ধরে চাঁদের রূপালী আলো বদলে গিয়ে লালচে আভায় আলোকিত হবে রাতের আকাশ।

ব্যক্তিগত আক্রোশে মুম্বই হানার হুমকি!

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর: ব্যক্তিগত আক্রোশ। সেই থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনা এসেছিল নয়ডার অশ্বিনী কুমারের। কী ভাবে ‘বন্ধু’কে ফাঁসানো যায়, তা ভাবতে গিয়েই মাথায় আসে ‘মুম্বইয়ে হামলা’র হুমকি দেওয়ার কথা। সেই বন্ধুর নামে মুম্বই ট্র্যাফিক পুলিশের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে মুম্বই বিস্ফোরণের হুমকি দেন অশ্বিনী। গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশকে এমনই জানিয়েছেন তিনি।

মুম্বই পুলিশ সূত্রের দাবি, উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় বসে মুম্বই পুলিশকে ওই হুমকি দেয় অশ্বিনী কুমার সুপ্রা নামের বছর পঞ্চাশের প্রৌঢ়। নয়ডা থেকে কেনা একটি মোবাইল ফোন এবং সিমকার্ড ব্যবহার করেই মুম্বই পুলিশের কাছে হুমকি বার্তা পাঠানো হয়। তদন্তে নেমে শনিবার ভোরে সুপ্রাকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ট্র্যাফিক পুলিশের হেল্পলাইনে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে হুমকি এসেছিল। অতীতে অনেক ভুয়ো হুমকি এভাবেই এসেছে। তবে পুলিশ সতর্ক। মুম্বই পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখাও কাজ করছে একই সঙ্গে।

জেরার মুখে হুমকিবার্তা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন অশ্বিনী। এমনটাই দাবি পুলিশের। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই অশ্বিনী হুমকি দিয়ে ফোন করেছিলেন। তদন্তকারী এক অফিসারের কথায়, ‘অভিযুক্ত তাঁর এক বন্ধুর উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। ২০২৩ সালে বিহারের পাটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ওই বন্ধু। তিন মাস জেলও খাটতে হয়েছিল অভিযুক্তকে। সেই রাগ পুষে রেখেছিলেন অশ্বিনী। সুযোগ খুঁজছিলেন, কী ভাবে বন্ধুকে ফাঁসানো যায়। বৃহস্পতিবার সেই বন্ধুর নাম ব্যবহার করেই মুম্বই পুলিশকে হুমকি দেন অভিযুক্ত।’

অভিযুক্ত নয়ডায় থাকলেও আদতে তিনি পাটনার বাসিন্দা। ৫১ বছর বয়সি অশ্বিনী গত পাঁচ বছর ধরে নয়ডার সেক্টর ৭৯-র একটি আবাসনে থাকছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৮/০৮/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৭৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Munmun Nahar Bibi (old name) W/o. Sk. Amamul Haque, R/o. Taragun, Hoera, Mogra, Hooghly-712147, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Munmun Nahar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Munmun Nahar Bibi & Munmun Nahar W/o. Sk. Amamul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I **Khakan Biswas** (old name) S/o- Janardan Biswas residing at Vill- Bhaduri Paschim P.O. Bhaduri P.S. Taherpur Dist. Nadia. I Have Changed My Name From Khakan Biswas (Old Name) to Khokan Biswas (New Name) vide affidavit no 69 Before The Notary Public Ranaghat Nadia Dated 07/07/2025. That Khakan Biswas & Khokan Biswas is same & one identical person.

জেলা- পূর্ববর্ধমান,
মাননীয় কালনার সিভিল জজ্ জুনিয়র ডিভিসন্ আদালত
(ডিষ্টিকট্ ডেলিগেট আদালত ব্রাঞ্চ কালনা)
মিস প্রবেট কেস নং-০৭/২০২৪

দরখাস্তকারী :-বিশ্বজিৎ দাস, পিতা- মৃত অনিল দাস, সাং- মহেশগড়িয়া, পোঃ-নাদনঘাট, থানা- নাদনঘাট, জিলা- পূর্ববর্ধমান, পিন-৭১৩৫১৫।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীর আত্মীয়া এক্ষনে মৃত নাদনঘাট থানার অর্ন্তগত মহেশগড়িয়া নিবাসী মিলন দাস গত ইংরাজি ১০/০৯/২০২৪ তারিখে নিজের তপশীল বর্ণিতসম্পত্তি লইয়া দরখাস্তকারীর পুত্র অরিজিৎ দাসের নাম বরাবর যে উইল সম্পাদন করিয়াছেন তাহার প্রবেট লইবার জন্য দরখাস্তকারী অত্র আদালতে প্রর্থনা করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় আগামি ইং ০৫/১২/২০২৫ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। এক্ষনে যদি এই সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা উক্ত ধার্য্য দিন স্বয়ং অথবা উকিল বাবু নিযুক্তি মতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিলি করিবেন। নতুবা একতরফা শুনানি হইবে। ইতি তাং-

তপশীল

জিলা- পূর্ববর্ধমান, থানা-নাদনঘাট, এ ডি এস আর- পূর্বস্থলী, মৌজা-মহেশগড়িয়া, জে এল নং- ১৬৪, এল আর খতিয়ান- ৭৬৭। দাগ নং- ১১০, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৫, ২২০, ৪৯০, ৪৯৪, ৫৬/৭০৬, ৫৫ শ্রেণী- একুইডাক্ট, শালি, কানালী, একুইডাক্ট, শালি, শালি, শালি, শালি, কানালী, বাইদ, পরিমান- ০২ শতক, ০১ শতক, ০১ শতক, ০২ শতক, ০৩ শতক, ০৭ শতক, ০৪শতক, ০৭ শতক, ০১ শতক, ০৩ শতক।

মৌজা- জিওলগড়িয়া, এল আর খতিয়ান- ৫০৪। দাগ নং- ০১, পরিমান- ১৯ শতক, মোট পরিমান- ৪৯ শতক। দাগ নং- ৪৮ পরিমান- তাহার অংশ মোতাবেক যাহা ইচ্ছাপত্রে বিস্তারিত উল্লেখ নাই।

IN THE COURT OF LD.DISTRICT DELEGATE,KALYANI, DIST: NADIA
Misc.Cane No. 15/2025 (Probate)

NOTICE

It is hereby informed that Smt. Piyali Bhakta @ Piyali Murmu Bhakta D/o. Late Pramatha Ranjan Bhakta of A-10/464, Kalyani, Nadia have filed a petition for getting Will probate of Late Pramatha Ranjan Bhakta.

If any body have any objection, he may file it either self or through Ld. Advocate within 30 days from the date of paper publication Otherwise the same will be disposed exparte.

Schedule

District: Nadia, P.O.& P.S: Kalyani, A-10/464, Plot No. 464, Block No.A, 4 Katha land with building within Kalyani Municipality.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী রবীন্দ্রনাথ সিংহরায় ওরফে রবীন্দ্র সিংহ রায়,** পিতা ৺গৌর গোপাল সিংহ রায়, সাকিম দক্ষিণ সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয় বিগত ইং ২৬/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি. এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-13487/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী জ্যোতির্ময় সিংহ রায়** পিতা শ্রী রবীন্দ্রনাথ সিংহরায়, সাকিম দক্ষিণ সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-06722/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী আনন্দ ভৌমিক,** পিতা গোকুল ভৌমিক, সাকিম আঁটি, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ৩৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঝাউবাঁধ, ৪৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৩১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৯০২ তথা হাল এল.আর. ৪৬৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৩ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী আনন্দ ভৌমিক,** পিতা গোকুল ভৌমিক, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করি্যাছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-শ্রী জ্যোতির্ময় সিংহ রায় (আমমোক্তার)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

"Notice is given to all that Smt. Sampa Ghosh, is the present owner of Flat being No. 2C, on the Second Floor, measuring about 650 sq.ft. super built up area equivalent to 398 sq.ft. carpet area, more or less, together with undivided proportionate share of land measuring 2 Cottahs 5 Chittacks 22 sq.ft. comprised in Mouza – Ariadaha, R.S. Dag No. 3380, R.S. Khatian No. 976 and 2034, Holding No. 921 at (P-88), Ram Krishna Pally, Police Station – Belgharia, ward No. 11, within Kamarhati Municipality, District – North 24 Parganas. The copies of Deeds being No.05020 for the year 1969, and being No.04255 for year 1970 and being No.03714 for the year 2008, and being No. 03713 for the year 2008 and being No.06542 for the year 2007, and being No. 05657 for the year 2012, and being No.01170 for the year 2014 are not available with the present owner. Any person having any objection/claim in the above property please contact the undersigned within 7 days strictly as advised.Biman Kumar Das & Associates.Advocates 12/2, Old Post Office Street, Kolkata –700001. Ph.033-4003-8952 M :9830238836"

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ববসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **মোজাম্মেল আলি,** পিতা- সেখ কুরবান আলি সাং- মাজুরহাটী, পোঃ- মহিষদা, থানা- কেশপুর, আনন্দপুর জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত থানা- কেশপুর, এ.ডি.এস. আর অফিস- আনন্দপুরের এলাকাধীন ১১ নং কলাগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এর অধীন **মাজুরহাটী মৌজায়** থানা নং ২৯২ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব নং হাল এল.আর. ৬৮৫, ৬৮৬ ও ৬৮৭ নং স্বত্বে সাবেক ও হাল ১৪০ দাগে ১৬ ডেসিমেল ভূমি মালিকগন পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার (Deed No- 4737/2021 Dated - 08/11/2021 D.SR. - II, Paschim Medinipur **আসিক আহম্মেদ** দীং এর নিকট হইতে গত ইং ১০/৭/২০২৫ তারিখেD.S.R.-II, Paschim Medinipur রেজিষ্ট্রী অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত (Deed No- 5119/2025 Dated - 10.07.2025 তারিখে বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন ও স্থানীয় B.L. & L.R.O তে মিউটেশন এর আবেদন করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি আমার মক্কেলের খরিদা বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞত্তি প্রকাশ হইবার পর আগামী ১০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানসহ আমার উক্ত মক্কেল বরাবর জানাইবেন, অন্যথায় কাহারো আপত্তি নাই বলিয়া আমার মক্কেল প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিবেন, উক্ত তারিখের পরবর্তী কোনো আপত্তি ধার্য্য হইবে না।

নিবেদন ইতি- **Tapas Adhya (Advocate)**
Judge's Court, Paschim Medinipur
Enrolment No. F/1063/2010

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী তৃপ্তি সিংহরায়** পিতা ৺তরণী সিংহরায় ওরফে তরণী শঙ্ক, সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়া বিগত ইং ২৩/১০/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-1, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00484/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সুরজিৎ আদক** পিতা শ্রী প্রসাদ চন্দ্র আদক, সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-1, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00350/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রেখা দেবী সাউ,** স্বামী দীনেশ সাউ, সাকিম ১০নং নন্দীবাগান বাইলেন, সালকিয়া, গোলাবাড়ি, হাওড়া-৭১১১০৬, মহাশয়াকে ০২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা মাকালপুর, ৩৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৭৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৭৭১ তথা হাল এল.আর. ৯২০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৭ শতক তন্মধ্যে ০২ কাঠা সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী রেখা দেবী সাউ,** স্বামী দীনেশ সাউ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী সুরজিৎ আদক** (আমমোক্তার)

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **পাঁচঘরা ল্যান্ডস্কেপ প্রাইভেট লিমিটেড** ৩২.৯০ শতক জমি ক্রয় করেছেন, যা দলিল নং ১৯০২০৫১৭৭ সাল ২০২৫ এ.আর.এ-২, কলকাতা এ নিবন্ধিত, এল.আর. দাগ নং ৩৮৮৪, ৩৮৯০, ৩৮৯৯, ৩৯০০ এবং ৩৯০১ যার সঙ্গে সম্পর্কিত আর.এস. দাগ নং ৩৬১৪, ৩৬২০, ৩৬২৯, ৩৬৩০ এবং ৩৬৩১, এল. আর. খতিয়ান নং ৫৪৪২, ১৫৫৩, ৫৬৩৫, ৫৬৩৬, ৫৬৪১, ৫৬৪২, ৫৬৪৩, ৫৬৪৪, ৫৬৪৫, ৫৬৪৬, যেটি মৌজা- পাঁচঘড়া, জে.এল. নং ৮০, পি.এস.- চন্ডীতলা, ডানকুনি এলাকায় অবস্থিত, যা প্রগতি মেডি ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

এবং যে হেতু, উক্ত প্রগতি মেডি ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড ২৯.৫৬ শতক জমি আছে লাল শেঠ, মান্না লাল শেঠ, বেদ প্রকাশ শেঠ, কাপুর চাঁদ শেঠ উপনাম কাপুর চাঁদ শেঠ এবং ওম প্রকাশ শেঠের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, দলিল নং ১৯০৩০০৬৮২ সাল ২০২৫ এ.আর.এ-৩, কলকাতা এ নিবন্ধিত, যা তাদের দ্বারা অনুমোদিত ২০১২ সালের জন্য আমমোক্তারনামা নং ০৪০৫২ এর মাধ্যমে তাদের গঠিত আমমোক্তার সত্য নারায়ণ জয়সওয়াল দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে এ.আর. এ-৩, কলকাতা এ নিবন্ধিত।

এবং যেহেতু, উক্ত প্রগতি মেডি ফার্মা প্রাইভেট লিমিটেড ৩.৩৪ শতক জমি শোভা জয়সওয়াল এবং বাবলু জয়সওয়ালের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন, দলিল নং ০০৬৪৮ সাল ২০১৩ এ.আর.এ-৩, কলকাতা এনিবন্ধিতযা তাদের গঠিত আমমোক্তার শকুন্তলা জয়সওয়াল কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে, যা শোভা জয়সওয়াল এবং বাবলু জয়সওয়াল কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৩ সালের আমমোক্তারনামা নং ০০৩৩৮ এর মাধ্যমে, এ.আর. এ-৩, কলকাতায় নিবন্ধিত।

এটি আমার সত্যএবং সৎ উদ্বেগ, এবং আমি সম্মানসহ ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা থেকে সার্কুলার নং ১০০০-১ এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি কেউ কোনো দাবি বা আপত্তি থাকে, তবে তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. এবং এল.আরও, চন্ডীতলা-২ এ প্রতিবেদনকরবেন।

(GANESH MANNA)
Advocate

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই সেপ্টেম্বর, ২১শে ভাদ্র। রবিবার বার। পুর্নিমা তিথি, আজ পুর্ন গ্রাস চন্দ্র গ্রহন। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তোরী রাহুর র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্তোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ পূর্ণ গ্রাস চন্দ্র গ্রহন। রবিবার। গ্রহন স্পর্শ রাত্রি ৯/৫৭ মিনিট। পুর্ন গ্রাস রাত্রি ১১ টা। গ্রহন থাকবে ১ঘন্টা ২৩ মিনিট। চন্দ্র গ্রহন শেষ রাত =১/২৭ মিনিট। শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ পুজো। ভাদ্রী পুর্নিমা তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

অভয়ার বিচার, মহিলা কর্মচারীর নিরাপত্তা-সহ ১০ দফা দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অভয়ার বিচার, মহিলা কর্মচারীদের নিরাপত্তা, শূন্যপদে ব্যাপক নিয়োগ, প্রশাসনিক থ্রেট কালচারের অবসান, নির্মাণ সহায়কের পদনাম পরিবর্তন ও প্রমোশনসহ ১০ দফা দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সল্টলেক মৃত্তিকা ভবনের সামনে বিশাল জমায়েত ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল পঞ্চায়েত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন।

প্রায় ৬০০ জন নির্মাণ সহায়কের উপস্থিতিতে ডেপুটেশনর দাবিপত্র পেশ করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক সুদীপ্ত চাল। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সরোজ প্রধান, কৃষ্ণ সাহা, বিপ্লব চক্রবর্তী, রাজ্য কো-অর্ডিনেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ রায়।

বক্তারা অভিযোগ করেন, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ব্যাপক শূন্যপদ ও সীমাহীন কাজের চাপের ফলে কাজের মান ব্যাহত হচ্ছে। অগ্রিম কাজের প্রতিযোগিতা ও দিশাহীন প্রশাসনিক নির্দেশ উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। সরকার অর্ডার জারি করলেও প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে না, নির্মাণ সহায়কদের ন্যায্য দাবিও দীর্ঘদিন অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে। সভায় বক্তারা রাজ্যের একের পর এক দুর্নীতি, সরকারি অর্থের অপচয় এবং কর্মচারী বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সরব হন। অভিযোগ ওঠে; সরকার কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা আটকে রেখেছে। পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, কলেজ নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং অভয়ার ন্যায়বিচার না হওয়ার ঘটনাকে রাজ্যের ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করেন তাঁরা। কর্মসূচির সভাপতিত্ব করেন বিপ্লব ত্রিবেদী।

‘অপারেশন নানহে ফারিস্তে’ অভিযানে হাওড়া-আসানসোলে পাঁচ নাবালক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেল যাত্রী নিরাপত্তা ও শিশু সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ‘অপারেশন নানহে ফারিস্তে’ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে শুক্রবার আরপিএফের হাওড়া ও আসানসোল ডিভিশনের আধিকারিকরা পাঁচ জন নাবালককে উদ্ধার করেন। উদ্ধার হওয়া শিশুদের মধ্যে দু’জন ভুল করে অন্য ট্রেনে উঠে পড়েছিল, বাকি তিনজন বাড়ি থেকে রাগ করে পালিয়ে এসেছিল বলে জানা যায়। ঘটনাস্থল ছিল হাওড়া, মধুপুর ও দুমকা স্টেশন।

পুজোর মরসুমে রোজই নতুন রেকর্ড গড়ছে মেট্রো: শনিবার পুজোর কেনাকাটার ভিড় সামলাতে শহরের মেট্রো রেল ছিল সবচেয়ে ভরসার পরিবহণ। মেট্রোর ব্লু লাইন ও গ্রিন লাইনে সারাদিন পরিষেবা চলেছে শতভাগ সময়নিষ্ঠভাবে। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দুই লাইনে মিলিয়ে যাত্রীসংখ্যা ৫.৬৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে ব্লু লাইনে ভ্রমণ করেছেন ৪.২৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী এবং গ্রিন লাইনে ১.৩৯ লক্ষের বেশি যাত্রী যাতায়াত করেছেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা ও সময়নিষ্ঠতার কারণেই শহরবাসী অন্যান্য পরিবহণের তুলনায় মেট্রোকে বেশি পছন্দ করছেন।

চোর-দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিদায় ঘনিয়ে এসেছে: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের উপর হামলার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে। বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর শুক্রবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে সেই মুহূর্তের ভিডিও পোস্ট করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বিধানসভায় মার্শালরা বিজেপি বিধায়কদের টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন। বিজেপির প্রধান হুইপ শংকর ঘোষকে মেঝেতে চেপে ধরে রেখেছেন একাধিক মার্শাল। এই দৃশ্যের সঙ্গে তীব্র বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু। তিনি লিখেছেন, ‘স্বৈরাচারী সরকার, চোর সরকার, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, তোষণবাজ সরকার। বিদায় নেবে এবার।’

শুভেন্দুর এই পোস্টে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, তৃণমূল সরকার বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করছে এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। শুভেন্দুর আক্রমণাত্মক ভাষা রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বিজেপি জানিয়েছে, শাসকদলের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্র হবে। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্ব বলেছে, বিধানসভায় বিজেপির অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক সংঘাত যে আরও বাড়বে, তা পরিষ্কার।

শনিবার কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ফুটপাতের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ অভিযান চালাল।

‘মিঠাই’ খ্যাত টলি অভিনেত্রী পায়েল সরকারের জন্মদিন পালন সমাজসেবার মাধ্যমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: টলি অভিনেত্রী পায়েল সরকারের জন্মদিন নানা সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে পালিত হল। বাংলা জনপ্রিয় ধারাবাহিক মিঠাই খ্যাত পায়েল সরকারের জন্মদিন শনিবার সমাজসেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমেই পালন করা হয়েছে। এদিন প্রথম প্রহরেই কলকাতার দমদমের এক প্রতিবন্ধী শিশু সংগঠনে প্রায় ১৫০ জন শিশুর সঙ্গে প্রথম কেক কাটা পর্ব যোগ দেন পায়েল। তিনি শিশুদের হাতে তুলে দেন চকলেট, ফল ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী। শনিবার সকালে শ্যাম মন্দিরে পুজো দিয়ে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে ১৪০ জন ক্যানসার আক্রান্ত শিশুর সঙ্গে কেক কেটে আনন্দ পর্ব ভাগ করে নেন তিনি। শিশুদের হাতে তুলে দেন ড্রাই ফ্রুটস। পরে কিছুটা সময় কাটান কলকাতার নিভালয় - বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে ২০ জন প্রবীণের সঙ্গে কেক কাটেন এবং নিজের হাতে তাদের মধ্যাহ্নভোজন করিয়েছেন।

শুধু কলকাতা নয়, সাগরদিঘিতেও কর্মসূচির আয়োজন করে সাগরদিঘি উইনার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। এদিন সকালে বৃক্ষরোপণ দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এরপরে বিষ্ণুডাঙা আজিমুন্নেসা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে - খাতা, কলম, রুলার, জ্যামিতি বক্স, জলের বোতল সহ পড়াশোনার নানান সামগ্রী ও চারাগাছ উপহার দেওয়া হয়েছে। দুপুরে আদিবাসী শিশুদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছে। জন্মদিনের প্রাক্কালে রাতের দিকেই সাগরদিঘি রেলস্টেশন চত্বরে পথবাসীদের হাতে খাবার দেওয়া হয়েছে।

লুকিয়ে তোলা শাহরুখের লুক ভাইরাল, ক্ষুব্ধ কিং খানের টিম!

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বই সম্প্রতি, শাহরুখ খানের একটি লুক নেট মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা দেখে নেটিজেনরা রীতিমতো স্তম্ভিত, জল্পনা চলছে ঠিক কোন ফিল্মের জন্য এমন লুক সেট করছেন কিং খান? শোনা যাচ্ছে, কোনও একজন ফ্যান কিং খানের এই লুক অনলাইনে শেয়ার করে দেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তা ভাইরাল হয়ে যায়। তবে, এই ঘটনার পর রীতিমতো ক্ষুব্ধ শাহরুখের টিম।

শাহরুখের টিমের তরফ থেকে একটি পোস্টে বলা হয়, আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি , শাহরুখের লুক শেয়ার বা রিপোস্ট করবেন না। ম্যাজিক নষ্ট করো না, বড় ঘোষণা করা হবে। এখনই মজা নষ্ট করো না যতক্ষণ না শাহরুখ বা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট কোনও ঘোষণা করছে। ধন্যবাদ।

শাহরুখের ম্যানেজার পুজা দাদলানিও পোস্টটি শেয়ার করেন। পোস্ট শেয়ার হওয়ার পর নেটিজেনরাও কমেন্ট করেন। একজন লেখেন, সারপ্রাইজ নষ্ট করে, রোমাঞ্চ বজায় রাখি। আর একজন লেখেন, কিন্তু, সারপ্রাইজ তো নষ্ট হয়ে গেল, দুর্ভাগ্যবশত, সবই অনলাইনে চলে এসেছে।

উল্লেখ্য, ভাইরাল হওয়া ছবিটি শাহরুখ খানের মুম্বইয়ে ম্যাকডোনাল্ডসের একটি আউটলেটে তোলা। যেখানে তাকে সাদা শার্ট এবং গ্রে, সল্ট অ্যান্ড পিপার হেয়ার লুকে, চোখে সানগ্লাসে দেখা যায়।

আসন্ন ছবি ‘রঘু ডাকাত’র প্রোমোশনে পুরো কাস্ট নিয়ে মালদায় পৌঁছলেন অভিনেতা দেব।

বারুইপুরে টিকিট পরীক্ষকের মুখে গরম ঘুগনি ছুড়ে গ্রেপ্তার বিনা টিকিটের যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের টিকিট চেকিং অভিযানে শনিবার সকালেই ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশনে দাঁড়ানো আপ লোকালের মহিলা কামরায় টিকিট পরীক্ষক পূজা কুমারী নিয়মিত যাত্রীদের টিকিট যাচাই করছিলেন। হঠাৎই এক যাত্রী, সুভাষগ্রামের বাসিন্দা সাইদা বিবি, আচমকা ক্ষিপ্ত হয়ে টিকিট চাইতে গেলে তর্ক শুরু করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তর্ক-বিতর্কের মাঝেই হাতে থাকা গরম ঘুগনির বাটি সরাসরি টিটিই-এর মুখে ছুড়ে দেন ওই মহিলা। গরম তরকারিতে জ্বালা শুরু হতেই পূজা কুমারী চিৎকার করে ওঠেন এবং অন্য যাত্রীরা দ্রুত জল এনে তাঁকে সাহায্য করেন।

রেল পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিলাকে আটক করে। তদন্তে জানা যায়, সুভাষগ্রাম থেকে শিয়ালদহের টিকিট থাকলেও উল্টো দিকের ট্রেনে উঠে বিনা টিকিটে বারুইপুর চলে এসেছিলেন তিনি। পরে জিজ্ঞাসাবাদে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন সাইদা বিবি এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। যদিও টিকিট পরীক্ষক পূজা কুমারী তাঁর উপর হামলার জন্য শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রী সুরক্ষা ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এমন ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনার পর যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায় এবং প্ল্যাটফর্মে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

বিশ্রামরত...। ময়দান সরোবরে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার

আনফিট! ২২ হাজার গাড়ি বাতিল হতে চলেছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতের নির্দেশ, ১৫ বছরের পুরনো প্রায় ২২ হাজার গাড়ি বাতিল করা হবে এই রাজ্যে। এই তালিকায় রয়েছে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের ৭০০ গাড়ি। পুলিশ দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ১৫ বছরের পুরনো এই গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করা হয়েছে। একইসঙ্গে প্রত্যেক দপ্তরকে গাড়িগুলোকে বসিয়ে দিতে বলা হয়েছে। ছোট চারচাকা থেকে সেডান, সব ধরনের গাড়ি রয়েছে এই বাতিলের তালিকায়।

এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, ১৫ বছরের পুরনো সব গাড়ি বসিয়ে দেওয়ার পর নতুন করে কয়েকটি দপ্তর গাড়ি কেনাও শুরু করেছে। তবে রাজ্যের এবার বিশেষ নজরে বৈদ্যুতিক গাড়ি। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, বাতিলের তালিকায় রয়েছে পুলিশের ৬৯৮টি, পরিবহণ দপ্তরের ৪৮১টি, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার ৭১০টি গাড়ি। পূর্ত, পঞ্চায়েত, জনস্বাস্থ্য কারিগরি-সহ অন্যান্য সরকারি দপ্তর মিলিয়ে রয়েছে ১৯, ৭৯৩টি গাড়ি। সব মিলিয়ে প্রায় ২২ হাজার গাড়ি বাতিল করা হবে।

এর পাশাপাশি বেসরকারি বাণিজ্যিক গাড়ি বাতিলের পাশাপাশি সরকারি গাড়ি বাতিলের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এদিকে কলকাতার রাস্তায় এই পুরনো গাড়ি ধরপাকড়ে নেমেছে পরিবহণ দপ্তর। কারণ, কোনও ভাবেই ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি চলতে দেওয়া যাবে না কলকাতার রাস্তায়।

তবে সমস্যা তৈরি হয়েছে বাতিলের সংখ্যা এত হওয়ায়। কারণ, সাধারণত সরকারি গাড়িতে অনেক অফিসার বা আমলারা চড়ে থাকেন। সে ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক গাড়ি বাতিল হওয়ায় সরকারি অফিসাররা কীভাবে যাতায়াত করবেন তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পরিবহণদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি আধিকারিকদের জন্য নতুন গাড়ি কেনা শুরু হয়েছে। তবে বহু গাড়ি ভাড়াতেও নেওয়া হচ্ছে। বেশিরভাগই এবার ভাড়া নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে নবান্ন সূত্রে মিলছে একেবারে ভিন্ন খবর। নবান্নের তরফ থেকে জানা গেছে, অনেকেই গাড়ির অপব্যবহার করে থাকেন। সরকারি কাজের পরিবর্তে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে থাকেন। আবার গাড়ি পাওয়ার কথা নয় এমন অনেকেই গাড়ি পেয়ে থাকেন। ফলে গাড়ি বাতিল হলে এই অপব্যবহার কমবে।

পাশাপাশি বাতিল হয়ে যাওয়া এই গাড়ি সম্পর্কে নবান্নের এক কর্তারা জানান, 'বাতিল গাড়ি সরকারের বিভিন্ন খোলা জায়গা, ডিপোতে রাখা হয়েছে। ধাপে ধাপে সেগুলো স্ক্র্যাপ করা হবে। তবে ১৫ বছরের মেয়াদ যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাড়ে সে ক্ষেত্রে পুনরায় এই গাড়িগুলো রাস্তায় নামানো হবে কি না, সে ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। নবান্নের এক আধিকারিকের কথায়, আদালতের নির্দেশ মেনেই এই পুরনো গাড়ি বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাছাড়া আনফিট গাড়ি রাস্তায় বেরোলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। তার উপর সেই গাড়ি যদি সরকারি হয়, সেটা সরকারের পক্ষেই খারাপ। তাই সব নিয়ম মেনেই কাজটা করা হচ্ছে।'

নির্বাচন কমিশনের কাজ আটকে রাখা যায় না, তৃণমূলকে আক্রমণ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচন কমিশনের কাজে বাধা দেওয়া যায় না, এসআইআর সম্পাদনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনই সর্বময় কর্তা। এভাবেই শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজনীতির পাঠ পড়ালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপি প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, আমি আগে বলেছিলাম, নির্বাচন কমিশন হল এসআইআর জন্য। নির্বাচন কমিশন চাইলে এসআইআর হবে। সেটা সকলকে মেনে চলতে হবে। তার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

তৃণমূলের বিরোধিতা নিয়েও তোপ দাগলেন তিনি। সুকান্তর বক্তব্য, তৃণমূল এসআইআর নিয়ে যে বিরোধিতা করেছে তা লোক দেখানো ছিল। বিশেষ করে এক সম্প্রদায়কে খেপিয়ে নিজেদের 'ভোটব্যাংক' বাঁচিয়ে রাখাই উদ্দেশ্য ছিল। কারণ একই সময়ে এসআইআর জন্য যত নাম, সে বিএলএ ২ হোক বা বিএলএ ১; তৃণমূল জমা দিয়েছেন, কোনও কাজই তৃণমূল কংগ্রেস বন্ধ করেনি। তারা নির্বাচন কমিশনে নাম জমা দিয়ে যাচ্ছে। আমরাও করছি। এটা খুবই ভালো বিষয়। সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিরোধী পক্ষের অভিযোগ সত্ত্বেও বিজেপি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে এবং তৃণমূলও তা বন্ধ করতে পারছে না। তাঁর কথায়, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা যতই তীব্র হোক, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চলছেই।

এছাড়া, পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) হ্রাসের কৃতিত্ব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবিকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, 'তৃণমূল এখন বলছে, আমরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিলাম, তাই জিএসটি কমেছে। অনেকেই জিএসটি-র ছাড়ের কৃতিত্ব নিতে চাইছে। এটা নতুন কিছু নয়।'

তিনি আরও বলেন, 'যদি সত্যিই তেমন হত, তবে জিএসটি কাউন্সিল গঠনের প্রথম বছর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী তো তার সদস্য ছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রথমবার জিএসটি কাউন্সিল গঠিত হলে তার চেয়ারম্যান ছিলেন অমিত মিত্র, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী। তখনই ১৮ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ২৮ শতাংশ, ৫ শতাংশ; এই বিভিন্ন স্ল্যাবের প্রস্তাব তাঁর নেতৃত্বেই অনুমোদিত হয়েছিল। এখন কৃতিত্ব নিতে চাইছে তৃণমূল। কিন্তু কৃতিত্ব প্রাপ্য নরেন্দ্র মোদীর।' সুকান্তের দাবি, 'দেশের মানুষ জানেন, নরেন্দ্র মোদীই এলআইসি, জীবনবীমা, বিয়ে, খাতা-কলম, পেন্সিল, কাগজের খাতা; সব কিছুর ওপর জিএসটি শূন্য করেছেন। কংগ্রেসের আমলে যারা বিরোধিতা করেছিল, তারাই আজ বড় বড় কথা বলছে। কংগ্রেসের সময় শিশুদের চকলেটের ওপর ২৭ শতাংশ ট্যাক্স ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কংগ্রেসের সঙ্গেই ছিলেন। এখন বিজেপিকে দোষারোপ করছেন।'

আইনমন্ত্রীর নির্দেশে আইনসচিব নিম্নস্তরের বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে একাধিকবার তলব করেছে ইডি। অথচ তিনি তলব এড়িয়ে গিয়েছেন। অবশেষে শনিবার তিনি ইডির বিশেষ আদালতে হাজিরা দেন। যদিও আদালত আপাতত তাঁকে দশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে মুক্তি দিয়েছে। জামিন দিলেও আদালত মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছে, বোলপুর এবং কলকাতার বাইরে তিনি কোথাও যেতে পারবেন না। পাশাপাশি তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতেও বলা হয়েছে। তবে কারামন্ত্রীর জামিন নিয়ে সরাসরি রাজ্যের নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থাকে দুষলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, বাংলায় নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে আইন বিভাগ। তাঁর অভিযোগ, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক রাজ্যের আইন সচিবকে দিয়ে রাজ্যের নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছেন। প্রসঙ্গত, কারামন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ইডি নগদ ৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল। এমনকী মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমাও পড়েছিল। এপ্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, কারামন্ত্রীর বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার

হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েছে। তা সত্ত্বেও মাত্র দশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তিনি জামিন পেলেন। তাঁর দাবি, মমতার সরকার আইন সচিবকে কাজে লাগিয়ে নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। নিম্ন আদালতের জামিন নিয়ে তাঁর পরামর্শ, রাজ্যে ইডি, সিবিআই কিংবা এনআইএ অধীনস্থ যেই মামলাগুলোর তদন্ত চলছে। সেই মামলাগুলোকে অন্য রাজ্যে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ, অন্যান্য রাজ্যে বিচার ব্যবস্থাকে সহজেই ম্যানেজ করা যায় না। কিন্তু বাংলায় নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থাকে ম্যানেজ করা যায়। বিজেপি নেতার কথায়, বাংলায় উচ্চ আদালত আছে বলেই সরকার বিরোধীরা টিকতে পারছে। অন্যথায় বাংলায় বিরোধীরা টিকতে পারত না। তাঁর অভিযোগ, নিম্ন আদালত যাকে পুলিশ কোর্ট বলা হয়। সেটা মমতা ব্যানার্জি, আইন মন্ত্রী ও আইন সচিবের নির্দেশ মতো চলছে। তাঁর দাবি, নিম্নস্তরের বিচার ব্যবস্থা পুরোপুরি মমতা ব্যানার্জি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি বলেন, বাংলায় পুলিশের শাসন চলছে। এখানে পুলিশ, কোর্ট পুরোপুরি ম্যানেজ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও বাকিবুর রহমানের জামিন হয়েছে। এপ্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, এঁদেরকে পুরো ম্যানুপুলেট করে জামিন দেওয়া হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, বাংলায় চুরি কিংবা দুর্নীতিতে যারা যুক্ত তাদের বিচারের ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতে ম্যানুপুলেট করা হচ্ছে।

তৃণমূল আর চোর সমার্থক, শমীক ভট্টাচার্যর বিস্ফোরক আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা। তার ঠিক আগে ফের শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে বলুন পেট্রোল-ডিজেলের ওপর থেকে ট্যাক্স তুলে দিতে। দাম কমে যাবে। মুদ্রাস্ফীতির উপর নিয়ন্ত্রণ আসবে। উনি কেন সেটা করছেন না? উনি যে জিএসটির কথা বলেন সেটা কংগ্রেসের প্রোডাক্ট। কংগ্রেস স্বপ্ন দেখেছিল। প্রণব মুখোপাধ্যায় দেখেছিলেন, মনমোহন সিং দেখেছিলেন। কিন্তু কার্যকর করতে পারেননি। উনি এটাকে ভারতীয় জনতার পার্টি বলেছেন। প্রণব মুখোপাধ্যায় করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই হয়েছিল। এটা অশীম দাশগুপ্তর কৃতিত্ব। তৃণমূলের কোনও অবদান নেই। তৃণমূলের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও তোপ দাগেন বিজেপি সভাপতি। তাঁর কথায়, বাংলার মানুষের মনে তৃণমূলের কোনও জায়গা নেই। তৃণমূল গেছে। তৃণমূল যাচ্ছে। এবারের ভোটে ঠিক হয়ে যাবে।

এসএসসি পরীক্ষা নিয়েও শমীক

ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, শুধু আমি নই, ভগবান জগন্নাথও বলছেন। গরিব মানুষের জন্য পরীক্ষা হলেও সেটা কি স্বচ্ছ হবে? মেধার ভিত্তিতে হবে? কেউ কি বিশ্বাস করে? বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে না। এটা অনেক দূরের প্রশ্ন। এমনকী দুর্বল কংগ্রেসও বিশ্বাস করে না। তিনি অভিযোগ করে বলেন, প্রথমবার বিধানসভায় মোদীজি ও অমিত শাহকে চোর বলা হয়েছে। অন্য কোনও রাজ্যে হয়নি। এতটাই দিয়েছে ওরা। বাংলার মানুষ গোটা দলকে চোর বলছে। তৃণমূল আর চোর; সমার্থক হয়ে গিয়েছে। এটাই বাংলার মানুষের রায়। শমীক ভট্টাচার্যের এই বিস্ফোরক মন্তব্য নিঃসন্দেহে চাকরিপ্রার্থীদের পরীক্ষা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে।

ডেপুটি মেয়রের বিধানসভা এলাকায় চলছে জলাভূমি ভরাট, ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে বেআইনি নির্মাণ ও জলাভূমি ভরাট নিয়ে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গেছে। তবে সে হুঁশিয়ারিতে কাজের কাজ যে কিছুই হয়নি তা স্পষ্ট। এদিকে প্রমোটিং, সিন্ডিকেট বাহিনীর রমরমা দিকে দিকে। সেই বাহিনীর টাকা কামানোর সুবন্দোবস্ত করে দেওয়ার লক্ষে এই অনৈতিক কাজে মদত দেওয়ার কাজটা চলছে মহানগরের একাধিক এলাকায়। এমনই এক অনৈতিক কাজের বিষয়টি দেখা যাচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মিল কলোনি এলাকায়, যা আদতে কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের বিধানসভা এলাকা।

কাশিপুর বেলগাছিয়া এলাকার মিল কলোনি, রাজ বাগান, সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জল জমার যন্ত্রণা থেকে বাসিন্দাদের রক্ষা করে আসছে মিল কলোনি এলাকার শালবনি অ্যাপার্টমেন্টের পিছনে ১০০ কাটার বেশি জায়গাজুড়ে থাকা এক জলাশয়। ২০১১ সালে তৃণমূল রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ওই জলাশয় ভরাট করে প্রোমোটিং কারবার করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। জলাভূমি ভরাটের চেষ্টাও চলে একাধিকবার কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ বিক্ষোভের জেরে পিছপা হতে বাধ্য হয় সেই তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা। তবে বর্তমানে স্থানীয় রসগোল্লা বস্তির বাসিন্দাদের পুনর্বাসন দেওয়ার অছিলায় আবারও শুরু হয়েছে এই জলাভূমি ভরাটের কাজ। এদিকে এই জলাভূমি ভরাটের ঘটনায় মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টেও। এসব কিছুর তোয়াক্কা না করেই প্রশাসনের মদতে রাতের অন্ধকারে চলছে সে কাজ। এই বিষয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রাও। পাশাপাশি স্থানীয় সিপিআই(এম) নেতা কর্মীরাও এই নিয়ে সরব হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, মিল কলোনি এলাকার এই বিস্তীর্ণ জলাভূমি রেলের জায়গা হিসেবেই জানেন স্থানীয় মানুষজন। প্রায় ১০০ বছরের বেশি এই জলাশয়ে এক সময় টেন্ডার ডেকে মাছ চাষের বরাত দিত রেল কর্তৃপক্ষ। কালে কালে সে জলাশয় আগাছা ও কুচুরি পানায় ভরে ওঠে। তবুও এই জলাশয় থাকার ফলে বর্ষার জমাজল থেকে এলাকাবাসী রক্ষা পেয়েছেন জমা জলের সমস্যা থেকে। এলাকার মানুষের দাবি, এই জলাশয় জলযন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে কার্যত ত্রাতার ভূমিকা নেয়। আর সেটাকেই এবার ভরাটের চেষ্টা চলছে। এবিষয়ে স্থানীয় তৃণমূলের কাউন্সিলর দেবকী চক্রবর্তী সঙ্গে মুখে কুলুপ এলাকার বিধায়ক তথা কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষেরও।

ভাটপাড়ার নারায়ণপুরে ফাঁকা বাড়িতে লুঠ দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফাঁকা বাড়ি পেয়ে অবাধে লুটপাট চালাল দুষ্কৃতীরা। ভাটপাড়া পুরসভার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণপুর খেদাইতলা পশ্চিমপাড়ার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁচরাপাড়ায় একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য দশ দিনের ছুটিতে এসেছেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান অনুপ দে। গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে তাঁরা সপরিবারে কাঁচরাপাড়ায় অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। শুক্রবার রাতে তাঁরা ফিরে এসে দেখেন বাড়ির গেটে তালা ভাঙা। ঘরে সমস্ত জিনিসপত্র লন্ডভন্ড। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ান অনুপ দে জানান, দুটো আলমারির লক ভেঙে প্রায় চার ভরি গয়না লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। তাছাড়া একটা সাইকেল এবং কিছু নগদ কিছু অর্থ ওরা চুরি করেছে। অথচ দুটো ল্যাপটপ ওরা নেয়নি। এই চুরির ঘটনায় ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনায় জড়িতদের পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত একমাসে নারায়ণপুরে বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুজোর মুখে পরপর চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। পরপর চুরির ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, যারা দেশের সেবায় নিয়োজিত, তাদের বাড়িতেও চুরি হচ্ছে। নারায়ণপুরে একাধিক চুরির ঘটনা ঘটলেও, পুলিশ নির্বিকার। তাঁর কটাক্ষ, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্প ভুলে বাসিন্দাদের এখন পাড়ায় পাড়ায় সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় এইভাবে চুরির ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

উৎসবের মেজাজে... হাতিবাগানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

পুজোর আগে নতুন বেইলি ব্রিজ পাবেন দক্ষিণদাঁড়ির বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগে নতুন বেইলি ব্রিজ পেতে চলেছেন দক্ষিণদাঁড়ির বাসিন্দারা। এর ফলে তাঁদের সল্টলেকে যাওয়া অনেক সহজ হবে বলেই মনে করছেন পুর কর্তারা। সূত্রে খবর, দক্ষিণদাঁড়ি থেকে সল্টলেকের এএ ব্লক পর্যন্ত নতুন একটি বেইলি ব্রিজের অনুমোদন মিলল রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহ থেকেই ওই ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হবে। ব্রিজটি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভলপমেন্ট অথরিটি অর্থাৎ কেএমডিএকে। আর তা খুলে দেওয়া হবে পুজোর আগেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বেইলি ব্রিজ হল বহনযোগ্য ও সহজে স্থাপনযোগ্য 'ট্রাস' ব্রিজ, যা ব্রিটিশ প্রকৌশলী স্যার ডোনাল্ড কোলম্যান বেইলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সামরিক প্রয়োজনে তৈরি

করেছিলেন। বেইলি ব্রিজের অংশগুলি আগে থেকে তৈরি থাকে। এরপর তা দ্রুত একত্রিত করাও যায় আবার খুলেও নেওয়া সহজ। এর কাঠামোয় 'ট্রাস' ব্যবহার করা হয়। আদতে এগুলো কাঠ বা ধাতব ত্রিকোণাকার কাঠামোগত অংশের সমাবেশ। এগুলো অনেক বেশি ভার বহনে সক্ষম।

একইসঙ্গে কেএমডিএ-এর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, দু'দিক থেকে গাড়ি চলাচলের উপযোগী এই ব্রিজ সল্টলেকের এএ ব্লক এবং দক্ষিণদাঁড়ির কাছে ভিআইপি রোডকে যুক্ত করবে। প্রস্তাবিত বেইলি ব্রিজটির দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৪৫ মিটার এবং চওড়ায় ৭.৫ মিটার। দু'লেনের এই ব্রিজটির গঠন অনেকটাই লেকটাউনের পুরনো বেইলি ব্রিজের মতো হলেও সেখানে একমুখী যান চলাচলের অনুমতি ছিল, নতুন ব্রিজে দু'দিকেই যান চলাচল করতে পারবে। নতুন ব্রিজের ভারবহনের ক্ষমতাও আগের ব্রিজের তুলনায় বেশি হবে। উল্টোডাঙা সেতুতে ফাটল দেখা দেওয়ার পরে ভিআইপি রোড থেকে সল্টলেকের এই ব্লকে যাওয়ার জন্যে বেইলি ব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য। তবে ২০১৯,এর সেপ্টেম্বরে কেষ্টপুর খালের উপরে প্রথম বেইলি ব্রিজটি তৈরি হয়েছিল শুধুমাত্র ভিআইপি রোড থেকে সল্টলেকে যাওয়ার জন্য। নতুন ব্রিজটি দ্বিমুখী হবে, ফলে সল্টলেকের সঙ্গে কলকাতা এবং শহরতলির যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে দাবি প্রশাসনের।

নিম্নচাপ কাটতেই ঘর্মাক্ত দক্ষিণবঙ্গ, বাড়বে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একটানা নিম্নচাপের বৃষ্টির পরে অবশেষে দেখা মিলল রোদ্দুরের। কিন্তু, এই সুখের দিন পুজো পর্যন্ত টিকবে কি না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সবথেকে বড় প্রশ্নচিহ্ন। এই প্রসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, মৌসুমি অক্ষরেখা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল এলাকা দিঘা হয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই মৌসুমি অক্ষরেখা বিস্তৃত। এর ফলে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে। এর জেরে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়বে। ফলে অনুভূত হবে গরম। সঙ্গে উপরি পাওনা আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রা বাড়বে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে রবিবার। ফলে প্যাচপ্যাচে গরমের মধ্যে হলেও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পুজোর শপিং সারতে হবে না। তবে সোমবার ও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের দিকের জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। রবিবার থেকে বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি বঙ্গের ওপরের জেলায়। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং

জলপাইগুড়ি জেলায়। বৃষ্টি হলেও আগামী দু'দিন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। দু'দিন পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে।

এর পাশাপাশি কলকাতায় দেখা যাবে আংশিক মেঘলা আকাশ। সঙ্গে থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। তাপমাত্রা বাড়বে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই অস্বস্তি আরও বাড়বে। উইকেন্ডে বৃষ্টি কমবে; আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে। আপাতত, ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার বিকেলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০ থেকে ৯৪ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে।

২৬ কোটির প্রকল্প থমকে, অস্থায়ী ঘরে দমবন্ধ কুমারটুলির শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুমোরটুলি: সতেরো শতকের মাঝামাঝি রাজা নবকৃষ্ণ দেবের হাত ধরে শুরু হয়েছিল কুমারটুলির যাত্রা। সেই ঐতিহ্যবাহী শিল্পপল্লির উন্নয়নের জন্য প্রায় দুই দশক আগে গৃহীত হয়েছিল এক মহাকায় প্রকল্প। ২৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার কুমারটুলি পুনর্নবীকরণ প্রকল্পে সমান অংশীদার ছিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। সে সময় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। পরিকল্পনা ছিল, নীচতলায় দোকান আর উপরের তলায় শিল্পীদের আবাসিক ব্যবস্থা তৈরি করা হবে। পাঁচ শতাধিক পরিবারকে সরিয়ে বাগবাজারে অস্থায়ী আবাসে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু দুই দশক পেরিয়েও প্রকল্পের কাজ এক ইঞ্চি এগোয়নি। যে জায়গায় আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথা ছিল, সেখানে আজও পড়ে আছে ফাঁকা জমি, ভাঙাচোরা দেওয়াল। শিল্পীরা বলছেন, এই অনিশ্চয়তায় তাঁদের পুজোর সময়ের কাজ মার খাচ্ছে। অস্থায়ী ঘরে ঠাসাঠাসি করে মূর্তি গড়তে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। অভিযোগ, প্রকল্পের টাকার হদিসও মিলছে না। রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে, কিন্তু কুমারটুলির ভাগ্য ফেরেনি।

শিল্পীদের দাবি, অবিলম্বে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে এবং তাঁদের পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। নয়তো ঐতিহ্যবাহী কুমারটুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে। পুজোর আগমুহূর্তে প্রশ্ন উঠছে; ২৬ কোটি টাকার প্রকল্পের ফল কোথায়? ওটাও কি সোনার পাথর বাটি হয়ে থাকবে!

সম্পাদকীয়

জিএসটির গেরো কাটিয়ে সুফল কতটা মিলবে, ধোঁয়াশায় গ্রাহকরা

অনেকদিন ধরেই জল্পনাটা চলছিল। অবশেষে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক শেষে ঘোষণাটি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। স্বাস্থ্যবিমা ও জীবনবিমায় যে ১৮ শতাংশ জিএসটি চালু ছিল তা তুলে দেওয়া হল। ফলে এ ক্ষেত্রে জিএসটির হার দাঁড়াল শূণ্যে। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে এই নতুন নিয়ম লাগু হবে। ফলে এই দুই বিমার প্রিমিয়ামে কিছুটা স্বস্তি মিলবে আম জমতার। এই আশাতে বুক বেঁধে এতদিন জিএসটি কাউন্সিলের দিকে তাকিয়ে ছিল সবাই। আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা হতেই এবার স্বস্তির সঙ্গে কিছুটা ধোঁয়াশাও তৈরি হয়েছে জনমানসে। তা হল, সরকার তো বলল, কিন্তু এর সুফল ঠিক কতটা মিলবে, সেটাই প্রশ্ন। কারণ, কোনও কোনও মহল থেকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, এবার বিমা সংস্থাগুলি মূল প্রিমিয়ামের অঙ্ক বাড়াতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত বিমা সংস্থাগুলি এমন কিছু বলেনি। তবে একদল বিশেষজ্ঞরা আবার ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন, খাতায় কলমে ১৮ শতাংশ কমলেও এর সুফল পুরোটা গ্রাহকের পাওয়াটা বেশ কঠিন। বিমার সরল পাটিগণিতের হিসেব তুলে তাঁরা বলছেন, সুফল পাওয়া গেলেও তা কোনও ভাবেই ১৪ বা ১৫ শতাংশের বেশি হবে না। অর্থ্যাৎ, ঘুরিয়ে বললে, প্রিমিয়ামের অঙ্ক এখন যা আছে তার থেকে তিন বা সাড়ে তিন শতাংশ বাড়তে পারে। বাকিটা গ্রাহকের সাশ্রয় হবে। তবে প্রশ্ন হল, কেন বাড়তে পারে প্রিমিয়াম? তাদের ব্যাখ্যা, এর পিছনে রয়েছে কোম্পানিগুলির ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট রিটার্নের অঙ্ক। যা সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে বোঝা একটু কঠিন। সোজা ভাষায় বললে, ব্যবসা চালানোর অন্যান্য খাতেও সংস্থাগুলিকে কিছু জিএসটি মেটাতে হয়। সেটা এখনও দিতে হবে। কিন্তু এবার থেকে এই খাতে ১৮ শতাংশ হারে বাড়তি টাকা আর ঢুকবে না। ফলে সরকারকে দেওয়ার অঙ্ক কিছুটা তাঁদের পকেট থেকে যেতে পারে। এখানেই রয়েছে প্রিমিয়াম বাড়ার আশঙ্কা। কারণ, কোনও সংস্থাই ঘর থেকে কোনও টাকা দেয় না, সেটা দায়ভার থাঁরা গ্রাহকদের ঘাড়েই চাপায়। আর এক্ষেত্রে অন্যথা হবে, এমন ভাবার কারণ নেই।

শব্দবাণ-৩৮১

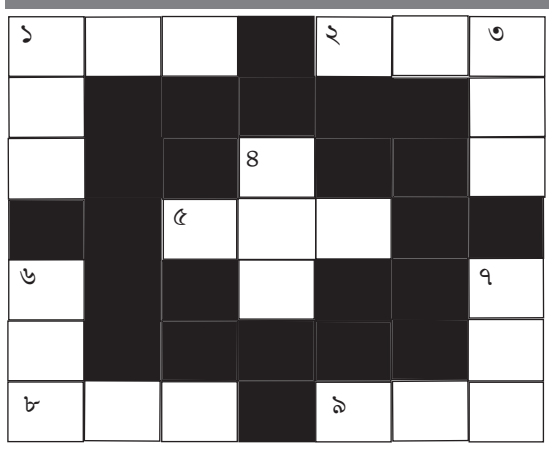

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শিক্ষকতা ২. শ্রেষ্ঠ, মুখ্য ৫. নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হবে এমন ৮. বলরামের পত্নী ৯. পলায়ন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ ৩. ওই কারা চেয়ে শূন্য— ৪. পূর্তি, পূরণ ৬. সহসা এবং সজোরে ৭. সংবাদপত্র।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৮০

পাশাপাশি: ১. খাসকামরা ৪. সভ্য ৫. রত্নসূ ৭. লবজ ৯. পোকা ১১. রেহাননামা।

উপর-নীচ: ১. খাস্তগির ২. কাব্য ৩. রাসকেল ৬. সূত্রাকারে ৮. জমিজমা ১০. যেন।

জন্মদিন

আজকের দিন

সচিন পাইলট

১৯৭৭ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সচিন পাইলটের জন্মদিন।
১৯৮৩ বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় জ্বালা গুট্টার জন্মদিন।
১৯৮৫ বিশিষ্ট অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তের জন্মদিন।

ভারতের প্রথম ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
প্রযুক্তির ইতিহাস চর্চার এক অবহেলিত অধ্যায়

অভিজিৎ নিয়োগী

শিবচন্দ্র নন্দী

তাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে নির্মিত টেলিগ্রাফ পোস্টের স্কেচ

শিবচন্দ্র নন্দী শুধুমাত্র টেলিগ্রাফ লাইনের প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমেই তার কর্মদক্ষতাকে সীমা বদ্ধ করে রাখেন নি , তিনি এর পরবর্তীকালে কারিগরি উদ্ভাবনী শক্তির ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। মূলত তারই তত্ত্বাবধানে পূর্বে বরাকর থেকে এলাহাবাদ, বেনারাস থেকে মির্জাপুর, মির্জাপুর থেকে সিওনি, এবং কলকাতা থেকে ঢাকা অবধি ৯০০ মাইল টেলিগ্রাফ বিস্তারের কাজ সম্পন্ন হয়। যা ছিল অত্যন্ত দুরুহকর, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে টেলিগ্রাফ লাইন পাতার উদ্যোগ তাৎপর্য পূর্ণ হলেও এর প্রধান অন্তরায় ছিল অর্থের।

ভারতবর্ষের প্রথম ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পশ্চাতে আমাদের অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের উপর নজর দিতেই হবে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তীকালে বিশ্বের ইতিহাসে বেশ কিছু বড়সর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যার পিছনে অণুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারন অগ্রগতি। মনুষ্য নির্ভর শ্রমের পরিবর্তে মানুষ ক্রমশ যন্ত্রনির্ভর হয়ে ওঠে। মানুষ প্রযুক্তিকে আপন করে নেওয়ার ফলে প্রযুক্তি ও মানুষের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়, শুধু মাত্র ব্রিটেনেই যে এমনটা হয়েছিল তা কিন্তু নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই তা দেখা যায় অল্প বিস্তর তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর প্রতি দেশ নিজের মতন করে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও সভ্যতাকে উন্নত থেকে উন্নততর করার চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষ তার থেকে আলাদা নয়,তবে যেহেতু ভারত ঔপনিবেশিক শাসন বিদ্যমান ছিল তাই এর চরিত্র বেশ বর্ণময়। ভারতবর্ষের দুই শ্রেণীর মানুষ নিজেদের মতন করে প্রযুক্তি চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন,(একদল যারা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত,আর একদল যাদের তথাকথিত প্রথাগত শিক্ষা ছিলনা) এবং সাফল্য পেয়েছিলেন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল প্রথাগত শিক্ষাবিহীন একজন সাধারন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।যদিও ভারতবর্ষের প্রযুক্তির ইতিহাস চর্চায় এনার সম্পকে সবিশেষ আলোচনা নেই বললেই চলে।

শিবচন্দ্র নন্দী - গোলকচন্দ্র পরবর্তীকালীন সময়ে প্রযুক্তির ইতিহাসে ভারতবর্ষের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন শিবচন্দ্র নন্দী। তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে এক বঙ্গতনয় হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার।

১৮২৪ সালের জুন মাসে কলকাতার এক সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ১৮৪৬ সালে যখন তার মাত্র ২২ বছর বয়স তখন তিনি কলকাতা টাঁকশালের (স্কুঃস্ঠ) শোধনাগারের এক সাধারণকর্মী হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর অনন্য সাধারণ এক গুন ছিল, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানে তার মৌলিক চিন্তা তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর বিভিন্ন গুণাবলি বিশেষত প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারন দক্ষতা দেখে তৎকালীন টাঁকশাল বিভাগের প্রধান ডবলু.বি.ওসনওসি তাকে তার নিজস্ব সচিব পদে নিয়োগ করেন ।এই ডবলু. বি. ওসনওশীকেই ভারতে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। তিনি জন্মগ্রহন করেন আয়ারল্যান্ডের লিম্রিক (জুদ্বত্নত্বদ্ধ) শহরে ১৮৪৯ সালে। পরবর্তী কালে তিনি ভারতে আসেন এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক রুপে দীর্ঘ ৮ বছর কাজ করেন তারই পাশাপাশি ওসনওশী কলকাতা টাঁকশালের ‘ঙস্স্থা প্প্শ্বন্স্ঠ্রন’ এর কাজও করতেন। অতঃপর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপনের পরিকল্পনা নেয় ১৮৫১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। এবং এই কাজের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ওসনওশীকে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত এমন একটা দেশে ওসনওশীর একার পক্ষে টেলিগ্রাফ স্থাপন ছিল কার্যত অসম্ভব। তিনি আবার এই দায়িত্ব অর্পণ করলেন শিবচন্দ্র নন্দীকে। এ ভাবেই এক বঙ্গ তনয় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের এক সুবৃহৎ কর্ম যজ্ঞে সামিল হলেন।

ডবলু. বি. ওসনওশী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত এহেন কাজে সহযোগিতা করার জন্য তিনি ৫ জন সদস্য মনোনীত করেছিলেন এবং এই ৫ জনই ছিলেন বাঙালি। তিনি এদেরকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। তাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য যে বিদ্যালয় তা ছিল আলিপুর গভর্নর জেনারেলের বাস ভবনের সন্নিকটে। এর কিছুদিন পরই ওসনওশী এদের মধ্যে কয়েক জনকে ডায়মন্ডহারবার পাঠান যার মধ্যে একজন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মাড়া যান,বাকিরা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে কাজ থেকে অব্যাহতি নেন। অতঃপর আমরা ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মী হিসাবে দেখতে পাই শিবচন্দ্র নন্দী ও শ্রীনাথ নিয়োগী নামক দুই বাঙালিকে।

ভারতীয় উপমহাদেশে টেলিগ্রাফ স্থাপনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আলোচনায় উঠে আসবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, ডবলু. বি. ওসনওশী,শিবচন্দ্র নন্দী এবং বড়লাট লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬)। লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে সমগ্র ভারতে প্রায় ৪০০০(চার হাজার মাইল) টেলিগ্রাফ পথ স্থাপিত হয় এবং প্রতি মাইলে খরচ হয়েছিল ৭৫০ (সাত শত পঞ্চাশ)টাকার সামান্য বেশি। এই সময়েই খুব বেশি করে টেলিগ্রাফ লাইন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় ,প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ডালহৌসির সময়ই ১৮৫১ সালে কলকাতা থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত পরীক্ষা মূলক ভাবে টেলিগ্রাফ লাইন পাতা হয়। এবং এরই সাথে সাথে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত টেলিগ্রাফের যে লাইন পাতা হয় সে টি ডালহৌসি স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন এবং বলেন, তএটি নিরাপদ,সুলভ কার্যকর এবং লাভজনকদ । এই ঘটনার ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৫২ সালে ভারতবর্ষের প্রথম টেলিগ্রাফ লাইনটি চালু হয় ডায়মন্ডহারবার থেকে কলকাতায়। শিব চন্দ্র নন্দী ডায়মন্ডহারবার থেকে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে যে সংকেতটি প্রেরণ করেন কলকাতায় সে টি গ্রহন করেন ডালহৌসি এবং ওসনওশী। এই তিন জনের হাত ধরে ভারতীয় টেলিগ্রাফের যাত্রাপথ শুরু হলেও, ভারতের মাটিতে টেলিগ্রাফের যাত্রাপথকে মসৃণ ও সহজ করেছেন শিবচন্দ্র নন্দী। তার অদম্য জেদ সাহস ও দৃঢ়তা না দেখালে ভারতে টেলিগ্রাফ আসত একথা সত্য বটে তবে এত দ্রুত ও সহজ ভাবে আসত যে আসত না তা বলাই বাহুল্য ।

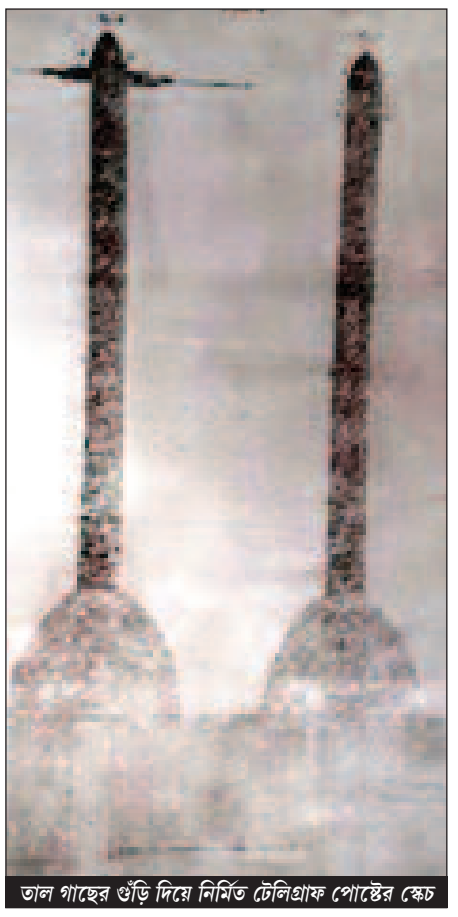

শিবচন্দ্র নন্দীর এই মহান কীর্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রী গপিনাথ নন্দী লিখেছেন , মনে হয় আজ একটা তুচ্ছ বিষয়ে শিখতেও ভারতবাসীর ইয়রোপ আমেরিকা পর্যন্ত ছুটতে হয়। আর তখন শিবচন্দ্র এতো বড়ো যে একটা পরিকল্পনা অনন্য সহায় হয়ে গেলেন সে কতটুকু শিক্ষার উপর নির্ভর করে? কলেজে তিনি পড়েননি, তার ছাত্রাবস্তায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। তখন এ দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার মতন কোন বন্দোবস্ত ছিল না। শিবচন্দ্র সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন কেরানীগিরি করবার জন্য। আর সেই কেরানী রুপেই জীবন আরম্ভ করেন। তারপর হঠাৎ তার মাথায় এমন এক গুরুদায়িত্ব এসে পড়ল, যা সু সম্পন্ন করতে হলে আজকের দিনে অনেকগুলি বিদেশি ডিগ্রীর প্রয়োজন হত। কিন্তু শিবচন্দ্র বিনা ডিগ্রীতে ও বিনা প্রথাগত শিক্ষায় এটি প্রমাণ করেছিলেন যে যে দৃঢ় আত্ম বিশ্বাস ও একনিষ্ঠ সাধনার ফলে আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের স্ফুরণ করতে পারি, যার কাছে বাইরের কোন শিক্ষারই তুলনা হয়না।

টেলিগ্রাফ স্থাপনে শিবচন্দ্র বাবুর এই সাফল্য তাঁর কর্মজীবনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয়। এরপর তিনি নবনির্মিত ডায়মন্ডহারবার , কলকাতা টেলিগ্রাফ লাইনের পরিদর্শক রুপে নিযুক্ত হন। তিনি

১৮৫১ সালে আলিপুর টেলিগ্রাফ ষ্টেশনের প্রধান সংকেত প্রেড়ক (Signaller) প্রশিক্ষণের কাজও করতেন। এছাড়াও তিনি হিসাব পরীক্ষক ও পরিচালকের মত গুরু দায়িত্ব সামলেছেন বহুদিন। তৎকালিন সময়ে শিবচন্দ্র বাবুর মাসিক বেতন ছিল একশত (১০০) টাকা। ভারতীয় টেলিগ্রাফ জগতে ওসনওশীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলা ভাল তার ডান হাত ছিলেন তিনি। ওসনওশীর ঠিক এক ধাপ নীচেই ছিলেন তিনি ক্ষমতা ও পদমর্যাদার বিচারে। ১৮৫২ সালে ভারতবর্ষে যে টেলিগ্রাফ চালু হয়ে ছিল তা সর্বসাধারণের ছিলনা, অতঃপর ১৮৫৫ সালে টেলিগ্রাফ পরিষেবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ডব্লু . বি . ওসনওশী টেলিগ্রাফ বিভাগের ডায়রেক্তর জেনারেল (Director General) পদে আসীন হন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে দুই জন ইংরেজ নিযুক্ত হন সুপার ইনটেনডেনট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারইনটেনডেন্ত হিসাবে। ভারতীয় টেলিগ্রাফ জগতে ওসনওশীর পর এই বঙ্গ তনয়ের যে ক্ষমতা ও পদমর্যাদা ছিল তাকে খর্ব করে রেখে দেয়া হল ‘ইন্সপেকটর অফ লাইন’ পদে। যদিও এহেন কাজকর্মকে শিবচন্দ্র বাবু খুব একটা পাত্তা দেননি,বরং তিনি পদের নেশায় না মজে তিনি ডুবেছিলেন ভারতীয় টেলিগ্রাফ লাইনকে আরও বেশী করে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দিতে। এ ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাশক্তি ও অদম্য সাহসিকতা ছিল অনবদ্য।

শিবচন্দ্র নন্দী শুধুমাত্র টেলিগ্রাফ লাইনের প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমেই তার কর্মদক্ষতাকে সীমা বদ্ধ করে রাখেন নি , তিনি এর পরবর্তীকালে কারিগরি উদ্ভাবনী শক্তির ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। মূলত তারই তত্ত্বাবধানে পূর্বে বরাকর থেকে এলাহাবাদ, বেনারাস থেকে মির্জাপুর, মির্জাপুর থেকে সিওনি, এবং কলকাতা থেকে ঢাকা অবধি ৯০০ মাইল টেলিগ্রাফ বিস্তারের কাজ সম্পন্ন হয়। যা ছিল অত্যন্ত দুরুহকর, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে টেলিগ্রাফ লাইন পাতার উদ্যোগ তাৎপর্য পূর্ণ হলেও এর প্রধান অন্তরায় ছিল অর্থের। কিন্তু শিবচন্দ্র নন্দীর এই অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাকে অতিক্রান্ত করে কি ভাবে টেলিগ্রাফ লাইন পাতলেন তা এক তাৎপর্য পূর্ণ ঘটনা, এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ‘কলকাতা থেকে ঢাকা’ লাইনটি পাতার ঘটনা ব্যাখ্যা করলেই তা পরিস্ফুট হয়। শিবচন্দ্র বাবু কলকাতা থেকে ঢাকা এই লাইনটির কাজ করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হন। মাটির উপর দিয়ে লাইন নিয়ে যাওয়ার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পদ্মা নদীর উপর দিয়ে লাইন নিয়ে যেতে পারলেই টেলিগ্রাফ লাইন পাতার কাজ সুসম্পন্ন হবে, কিন্তু বাঁধ সাধল সেই অর্থ সংক্রান্ত কারন। নদীর উপর দিয়ে কেবল ফেলবার জন্য জাহাজ কোম্পানিগুলি দশ হাজার টাকা (১০,০০০) দাবি করেছিল, তা শুনেই শিব চন্দ্র বাবু বুঝে গিয়েছিল কোম্পানি কোন মতেই এতগুলি টাকা খরচ করতে রাজি হবে না। তাই তিনি বাধ্য হয়েই এক প্রকার নিজস্ব পদ্ধতিতে জেলে ডিঙ্গি নিয়ে তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মায় সাত মাইল (৭ মাইল) কেবল স্থাপনের দায়িত্ব গরণ করলেন এবং তা দায়িত্ব সহকারে সম্পন্ন করলেন। ১৩৬০ সালের কার্তিক সংখ্যা মাসিক বসুমতীতেহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শিবচন্দ্রের দুঃসাহসিক নানা প্রচেষ্টা সম্পর্কে লিখেছেন; ‘বহুলোকের কীর্তিনাশ করিয়া যে পদ্মা কীর্তিনাশা লাভ করিয়াছিল, সেই পদ্মার সাত মাইল (৭) কেবল স্থাপনের কার্য শিবচন্দ্র যে রুপ অল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর। তিনি যে জন্য অনায়াসে আপনার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, কেবল কার্যের আগ্রহে আর সাফল্যজনিত আনন্দের প্রেরনায়...’। তাঁর এই দুঃসাহসিক কার্যের পিছনে কাজ করেছিল কর্মোদ্যম ও নতুন কিছু করার নেশা ।

টেলিগ্রাফ ইতিহাসে শিবচন্দ্র বাবু বহুমুখী কর্মপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র টেলি গ্রাফের লাইন পেতেই থেমে থাকেন নি, তিনি সিগনালিং অপারেটর, প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি টেলিগ্রাফ স্থাপনের ক্ষেত্রে যা কিছু বাঁধা বিপত্তি এসেছে তাও তিনি সুরাহা করেছেন চমৎকার বুদ্ধিমত্তা ও সহসিকতার সাথে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য টেলিগ্রাফের তার খাটানোর জন্য তালগাছের গুঁড়ির ব্যবহার। ভারতীয় টেলিগ্রাফের ক্ষেত্রে দব্লু.বি.ওসনওশী ওভারহেড ইলেকট্রিক তার হিসাবে প্রথম ৩/৮ ইঞ্চি ব্যাসের লোহার রড ব্যবহার করেছিলেন। প্রতি মাইলে এই তার বা রডের গুন হত এক (১) টনের মত। প্রতি ১৩ ১/২ ফুট দীর্ঘের এই ধরনের রড আনা হত ব্রিটেন থেকে,পরবর্তীকালে সেগুলিকে কলকাতার কারখানায় ঝালাই করে একে দুই শত (২০০) ফুট লম্বা করা হত। এই লম্বা রডগুলি বাঁশের ঠেকো দেওয়া কাঠের খুঁটির উপর বসানো হত। সাধারণত প্রত্যেক মাইল পিছু আটটি (৮) টি করে খুঁটি বসানো হত। শিবচন্দ্র বাবু এই তার বসানোর জন্য তাল গাছের গুঁড়ি বসানো শুরু করেন। তাঁর ব্যবহৃত নক্সাগুলিকে ১৮৫০ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর শেরঘোটি (Sherghotte) ইলেকট্রিক অফিস থেকে ওশনওশীকে প্রেড়ন করার সময়ই নিজের অগোচরেই শিবচন্দ্র নন্দী সরকারি ভাবে নথিভুক্ত করেন, ভারতীয় টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দুঃসাহসিক স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে এই লিথো চিত্র গুলি ছাপা হয়েছিল ভারত সরকারের লিথো প্রেস থেকে। তার উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফের তার বসানোর জন্য তাল গাছের গুঁড়ির ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এর সুন্দর সব তিন রঙা লিথো গ্রাফিক স্কেচ আজও সযত্নে রাখা আছে ভারতীয় মহাফেজখানায়। ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে এই লিথো চিত্র গুলি ছাপা হয়েছিল কলকাতায় ভারত সরকারের লিথো প্রেস থেকে, মুনীরুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি ট্রান্সফার কাগজে এগুলি এঁকে ছিলেন আর লিথো করেছিলেন এইচ.এম.স্মিথ।

টেলিগ্রাফ যেহেতু তার সূচনালগ্ন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য ছিলনা কেবলমাত্র ব্রিটিশ এবং তাদের অধিনস্ত প্রথম সারির কর্মচারীরাই এর ব্যবহার করতেন, ফলত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহর সময় টেলি গ্রাফের ব্যাপক সুবিধা পেয়েছিল ঔপনিবেশিক সরকার, কেননা ১৮৫৭ সালের পূর্বেই প্রায় ৪২৫০ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন পাতা চালু ছিল। এবং সংবাদ প্রেরন ও গ্রহনের সংখ্যা ছিল ৪৬ টি। ফলত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ভারতীয়দের সাফল্যে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই সংবাদ প্রেড়ন মাধ্যম। ফলত অতি দ্রুত বিদ্রোহ দমনে সাফল্য পায় ব্রিটিশ সরকার। বিদ্রোহীরা ৯১৮ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করে দিলেও পুর টেলিগ্রাফ ব্যবস্থাকে অচল করতে পারে নি । রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ছিল বলেই এই লড়াইয়ে ফল এক তরফা হয়েছিল।এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য একদা পাঞ্জাবের প্রধান কমিশনার জন লরেন্স দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ‘ টেলিগ্রাফ ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ‘।

১৮৫৭ সালে ভারতের টেলিগ্রাফ ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বিষয়টি হল যে ইংরেজরা বলেছেন টেলিগ্রাফ ভারতকে বাঁচিয়ে দিল... সেই টেলিগ্রাফেরই প্রধান দপ্তরের ছিলেন একজন ভারতীয় শিবচন্দ্র নন্দী। অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে একদিকে যেমন ভারতীয়রা প্রাণপণ লড়াই করছেন অন্যদিকে বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেওয়া টেলিগ্রাফ তার তৎকালীন প্রধান ছিলেন এক ভারতীয়। যদিও বিষয়টি একে বারেই কাকতালীয় কেননা ১৮৫৭ সালের অনেক আগেই ছুটি কাটাতে ওশনওশী বিদেশে গিয়েছিলেন, ফলত তিনি ও তার পদ শূন্য থাকলে কিছুদিনের জন্য সেই পদে আসীন হন কর্নেল স্টুয়ার্ড। যদিও বেশকিছু সামরিক কারনে তিনি কার্যালয় থেকে সরে যান সেই জায়গার দায়িত্ব নেন বঙ্গ তনয় শিবচন্দ্র নন্দী। পরবর্তীকালে ১৮৬৬ সালে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ইন টেনদেন্ট পদে যোগদান করেন ও পরবর্তী কালীন সময়ে ১৮৮৪ সালে সাম্মানিক ম্যাজিস্ট্রেটপদ অর্জন করেন।

শিবচন্দ্র নন্দী তার সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন ভারতবর্ষের টেলিগ্রাফের অগ্রগতি উন্নয়ন ও সমস্যার সমাধানে। যদিও ওশনওশীকে টেলিগ্রাফের জনক বলা হয় কিন্তু নীরবে নিভৃতে ঐকান্তিক চেষ্টায় শিবচন্দ্র নন্দী তার কাজ চালিয়ে গেছেন । কিন্তু যে সম্মান তার প্রাপ্য ছিল তা তিনি কখনই পাননি। ভারতবর্ষের টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনে কোথাও তেমনভাবে শিবচন্দ্র নন্দীর নাম পাওয়া যায়না। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাও বেমালুম উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন এনার নাম কেবল রোপার লেথব্রিজ (Roper Lethbridge) তার ১৯০০ সালে প্রকাশিত ‘দ্য গোল্ডেন বুক অফ ইন্ডিয়া’ (The Golden book of india) পুস্তকে শিবচন্দ্র নন্দী ও কাজ সম্পর্কে কিছুটা বিবরন দিয়েছেন। এখানে একটি মজায় বিষয় আছে ১৯০০ সালে লেথব্রিজের (Lethbridge) লেখা প্রকাশিত হলেও ১৯৩১ সালে পি.ভি.লুক (P.v.Look) ভারতে টেলিগ্রাফ প্রবর্তন সম্পর্কে যা লিখেছিলেন সেখানে ওশনওশীকে ভারতের টেলিগ্রাফের জনক বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি সে খানে কোথাও শিবচন্দের নাম উল্লেখ করেননি। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হল এই লুকিই ভারতীয় টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়, হয় তিনি শিবচন্দ্র বাবুর কৃতিত্বকে ছোট করে দেখেছিলেন অথবা তিনি পূর্ব পরিকল্পিত ভাবেই শিবচন্দ্রের কৃতিত্বকে বেমালুম সরিয়ে রাখলেন।

শিবচন্দ্রের প্রাপ্তি বলতে ১৮৮৩ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী সরকার প্রদত্ত রায়বাহাদুর খেতাব । যে খেতাব প্রাপ্তিও ছিলনা নিষ্কণ্টক। তার অদম্য সাহস , কারিগরি কল্পনা, সৃজনশীলতাও টেলিগ্রাফের উন্নতির সাধনের জন্য তিনি এ খেতাব পান্নি,পেয়েছিলেন তার ইংরেজ ভক্তির জন্য। ১৯০২ সালের ২৫ শে এপ্রিল ‘The Stateman’ পত্রিকায় এই উপাধি প্রদানের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছিল একটি উক্তির মাধ্যমে. “A Rai Bahadurship seasm to have been a poor award for this excellent Services.”। এবং তার অবসর গ্রহণের সময় বিশেষ পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়। যা তার কার্যকলাপের তুলনায় যৎসামান্য। প্রাপ্তির ঝুলিতে আর একটি সংযোজন হল কলকাতা শহরের বড়বাজারের কাছে একটি রাস্তার নামকরন করা হয় তশিবুনন্দী লেনদ। অবশেষে ভারতবর্ষের প্রথম ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার শিবচন্দ্র নন্দী ১৯০৩ সালের ৯ ই এপ্রিল বাংলার ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৩শে চৈত্র প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তথ্যসুত্র

Ghosh– Amitabho. ‘Some Eminent Indian Pioneers in the Field of Technology’–Indian Journal of History of Science– Vol. 29– No. 1– 1994.
Shridharani– Krishnalal. ‘Story of the Indian Telegraph A Century of Progress’– New Delhi Post and Telegraph Department– 1953.
ঘোষ সিদ্ধার্থ, কারিগরি কল্পনা ও বাঙালী উদ্যোগ, কলকাতা দে’ জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮।
মাসিক বসুমতী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ ।
The Statesman– April 25– 1902.
Sarkar– Suvobrata 'Techonological Momentum Bengal in the nineteenth Century' – In the Indian Historical Review – Vol . 37 – 1june 2010.

লেখক: গবেষক ও সাউথ মেইলর অ্যাকাডেমির শিক্ষক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বৈদ্যবাটিতে বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার যুবতীর পচাগলা দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল যুবতীর পচাগলা মৃতদেহ। মৃতের নাম দীপশিখা গোস্বামী (২৯)। ঘটনাটি হুগলির বৈদ্যবাটি পৌরসভা এলাকার। ওই যুবতী কয়েকদিন ধরে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোননি। কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। শেষ পর্যন্ত ফ্ল্যাট থেকে পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন প্রতিবেশীরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদ্যবাটি পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপশিখা একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন। ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। এক দিদি রয়েছেন। উত্তরপাড়ায় বিয়ে হয়েছে তাঁর। গত কয়েকদিন ধরে ওই যুবতীকে দেখা যাচ্ছিল না। শুক্রবার সন্ধ্যায় ফ্ল্যাট থেকে পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এদিন মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কয়েকদিন আগেই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান।

ঘটনার খবর পেয়ে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পৌষালি উচ্চাগ্র উপস্থিত হন। তিনি জানান, যুবতী একাই থাকতেন। গত মঙ্গলবার পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা ডেঙ্গু সংক্রান্ত খোঁজ নিতে ওই আবাসনে গিয়েছিলেন। তখন দরজায় নক করেও দীপশিখার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। এখন আবাসনের অন্য বাসিন্দারা পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। যুবতীর দিদিকেও ডাকা হয়। তাঁর সামনেই দরজা খুলে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। যুবতী বাথরুমের মধ্যে পড়েছিলেন।

ওই আবাসনের এক বাসিন্দা বলেন, 'ফ্ল্যাটটি ওই যুবতীর। একাই থাকতেন। আমারা পচা গন্ধ পাওয়ার পর সবাই মিলে গিয়ে ফ্ল্যাটে বেল বাজানো হয়। কিন্তু, কেউ দরজা খোলেননি। তখনই পুলিশে খবর দেওয়া হয়।' ওই যুবতীর সঙ্গে দেখা করতে কেউ এসেছিলেন কি না, তা অবশ্য বলতে পারছেন না প্রতিবেশীরা।

কৃষকসভার জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোতে চাইছে বামপন্থী সংগঠনগুলি। গ্রামের মানুষকে ও বামপন্থী কর্মীদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ভাতারে অনুষ্ঠিত হল সারা ভারত কৃষকসভার ৪১তম পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলন। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয় শনিবার। সম্মেলন উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনের প্রথম দিনের কর্মসূচি শুরু হয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। কৃষকসভার জেলা সভাপতি সুকুল সিকদার পতাকা উত্তোলন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষকসভার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৈয়দ হোসেন, রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার এবং জেলা সম্পাদক সমর হাজরা। সম্মেলনে মূলত কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। কৃষকদের বর্তমান দুর্দশা এবং তাঁদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করেন নেতারা। কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আগামী দিনেও বেশ কিছু কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে।

কাঁকসায় ট্র্যাফিকের তরফে হেলমেট বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শনিবার সারাদিনব্যাপী কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে কাঁকসা ব্লকজুড়ে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। এর পাশাপাশি এদিন ৬০টি হেলমেট বিতরণ করা হয়।

কাঁকসা ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি অনুপকুমার হাতি জানিয়েছেন, এদিন কাঁকসার মলানদিঘি, বামুনারা, শিবপুর আন্ডারপাস, কাঁকসার ইলামবাজার আন্ডারপাসে যে সমস্ত মানুষের মাথায় হেলমেট ছিল না, তাঁদের মাথায় হেলমেট পরিয়ে, সব সময় হেলমেট পরে বাইক চালানোর কথা বলা হয়। এছাড়াও বাইক চালাতে গেলে যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে, সেগুলি যাতে মানুষ মেনে চলেন, সেই বিষয়ে সকলকে সচেতন করা হয়। তিনি জানিয়েছেন, চোদ্দ বছর আগে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট প্রতিষ্ঠা হয়। ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত ১ তারিখ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

অপহরণ করতে না-পারায় কি ছাত্রকে খুন? উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রকে খুনের অভিযোগে গণপ্রহারে মৃত্যু স্বামী এবং স্ত্রীর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও একজন ভর্তি শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। মৃত ছাত্রের নাম স্বর্ণাভ বিশ্বাস, বয়স ৯ বছর। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে তেহট্ট থানার রঘুনাথপুর পঞ্চায়েতর নিশ্চিন্তপুর বটতলা পাড়া এলাকায়। গণপ্রহারে মৃত দু'জনের নাম উৎপল মণ্ডল (৪৫) এবং সোমা মণ্ডল (৩৮)। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ও মৃত আরও দু'জনে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তেহট্ট থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুর থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র স্বর্ণাভ। পরিবারের লোক খোঁজাখুঁজি শুরু করে। ছেলেকে না-পেয়ে অবশেষে থানায় গিয়ে নিখোঁজের ডায়েরি করে ছাত্রের পরিবার। গ্রামের লোকজন সকলে খোঁজ চালাতে শুরু করে। এমনকী, সামাজিক মাধ্যমে ছবি দিয়ে তাকে খুঁজে পেতে একাধিক পোস্ট করে এলাকার মানুষ। শুক্রবার দুপুর থেকে রাতেও গ্রামের আনাচ-কানাচে-সহ আশপাশের গ্রামে খুঁজতে থাকে পরিবার ও গ্রামের মানুষ। রাত হয়ে গেলেও তাকে খুঁজে না-পেয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকে গোটা পরিবার। সকাল হতেই উদ্বেগ আরও বাড়তে থাকে গোটা পরিবারের। কান্নার রোল পড়ে যায় গোটা বাড়িতে।

শনিবার ভোরে বাড়ির পেছনে একটি ডোবা থেকে উদ্ধার হয় প্লাস্টিক মোড়া ছাত্রের দেহ। ঘটনা জানাজানি হতে গ্রামের লোকজন বাড়িতে আসতে শুরু করে। ছাত্রের মৃতদেহটি বাড়িতে আনার পর গ্রামের সকলে উত্তেজিত হতে থাকে। ছাত্রকে খুন করেছেন প্রতিবেশী উৎপল মণ্ডল, এমনই সন্দেহ করে সকলে। আর এই সন্দেহের বশেই উৎপল মণ্ডলের ওপর চড়াও হয় গ্রামবাসীরা। মৃত ছাত্র স্বর্ণাভদের বাড়ির পাশেই উৎপলের মণ্ডলের বাড়ি। তিনি পেশায় একজন টোটোচালক। তাঁর বাড়িতে স্ত্রী, দুই ছেলে ও দুই পুত্রবধূ রয়েছে। ঘটনার পর উৎপল মণ্ডল, তাঁর স্ত্রী সোমা মণ্ডল ও তাঁদের বড় বউমাকে স্থানীয় এক মণ্ডপের সামনে তুলে নিয়ে যায় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে জড়ো হয় অগুনতি মানুষ। ওই বালককে কেন মারা হল, এই অভিযোগ তুলে তাঁদের তিন জনকে মারধর করতে থাকে গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তেহট্ট থানার পুলিশ। অভিযোগ, পুলিশকেও সেই সময় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তবে কিছু ক্ষণের মধ্যেই বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে পৌঁছে গণপ্রহারে আহত তিন জনকেই উদ্ধার করে নিয়ে যায় তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক উৎপল ও তার স্ত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে তাঁদের বড় বউমাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার পর উৎপলের বড় ছেলে ও ছোট বউমা পলাতক।

জানা গিয়েছে, উৎপলের মামা কার্তিক বিশ্বাস সার ব্যবসায়ী। যদিও এদিন সকালে তাঁর বাড়িতে কেউ ছিল না। ওই মামারবাড়ির পাশেই উৎপলের বাড়ি। তাঁর বাড়ি-সহ মামার বাড়িতে ভাঙচুর শুরু করে উত্তেজিত জনতা। দরজা ভেঙে সারের গুদামে ও পাটের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ খবর দেয় দমকলকে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এলেও গ্রামে ঢুকতে বাধা দেয় ক্ষিপ্ত মানুষ। তবে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দমকলকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। এরপর বাড়ির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

কিন্তু কেন উৎপলের পরিবারের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হল? গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, বেশ কয়েকমাস আগে উৎপল পাশের গ্রামের দু'জন শিশুকে অপহরণের চেষ্টা করে। ধরা পড়ে গেলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে গ্রামের মানুষ। তবে ওই ঘটনা নিয়ে কোনও অভিযোগ হয়নি থানায়। এই ঘটনার পর শনিবার সকালে স্বর্ণাভর মৃতদেহ উদ্ধারের পর স্বাভাবিক ভাবেই উৎপলের উপর সন্দেহ যায় সাধারণ মানুষের। গ্রামবাসীদের বেশ কয়েকজন জানিয়েছেন, তাঁদের ধারণা প্রথমে বালকটিকে অপহরণ করে বাড়িতেই আটকে রেখেছিল পাচারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুপুর থেকে রাত যে ভাবে গ্রামের মানুষ খোঁজাখুঁজি করছিল, তাতে বাড়ি থেকে বালকটিকে বের করতে সাহস পাননি উৎপলরা। শনিবার রাতে শেষে বেশ কয়েক ঘণ্টার জন্য বিদ্যুৎ ছিল না গ্রামে। অভিযোগ, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বালকটিকে খুন করে পাশের ডোবায় ফেলে এসেছিলেন উৎপলরা। উল্লেখ্য, স্বর্ণাভর বাড়ির পিছনে হলেও, ডোবাটি উৎপলের বাড়ির পাশে। এই সন্দেহে তাঁদের আটকে রেখে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

এদিন, স্বর্ণাভর মা কথা বলার পরিস্থিতিতে ছিলেন না। তবে তার বাবা সত্যেন বিশ্বাস বলেন, 'পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে আমার ছেলেকে। তবে উৎপল বন্ধুর মতো। ও করেছে কি না আমার জানা নেই।' অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) উত্তম ঘোষ বলেন, 'প্রথমে পুলিশকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশবাহিনী ঢুকে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তদন্ত চলছে, আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ডাইনি সন্দেহে বৃদ্ধা খুন, ধৃত চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার দেবীপুর অঞ্চলের গৌরীপুর ঝাপানতলা গ্রামে কুসংস্কারের বলি হলেন এক ৭৫ বছরের আদিবাসী বৃদ্ধা। শুক্রবার সকালে বাড়ির কাছে একটি পুকুরপাড় থেকে বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার হয়। গ্রামের চার যুবকের বিরুদ্ধে ডাইনি সন্দেহে ওই বৃদ্ধাকে খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মৃতার নাম লদী হেমব্রম (৭৫)। পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, মেমারি থানার ওসি প্রীতম বিশ্বাস-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। তদন্তে নেমে পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হল- সুজন হাঁসদা, সন্দীপ হেমব্রম (২৬), বিনয় মুর্মু (৩২) ও সেবা হাঁসদা (২৬)। ধৃতদের শনিবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের মধ্যে সুজন হাঁসদার পুরনো রাগ ছিল ওই বৃদ্ধার প্রতি। মদ্যপ অবস্থায় কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তারা ডাইনি সন্দেহে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে লদীকে খুন করে। এর পর দেহ লোপাট করতে বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরের একটি পানাপুকুরে ফেলে দেয়। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা পুলিশের কাছে খুনের ঘটনা স্বীকার করেছে। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করায় ও পুলিশের তৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় মানুষ। সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মেমারি থানায় একটা খবর আসে যে মেমারির ঝাপানতলা এলাকায় ৭৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে তাঁর বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে না। খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ সেখানে পৌঁছয় এবং মেমারি থানার ওসি নিজেও ভিজিট করেন। পরে বৃদ্ধার বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় মৃতদেহ।

হোটেলে মধুচক্রের অভিযোগে পুলিশি অভিযানে দুই যুবতী-সহ গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে পুরাতন মালদা শহরের একটি হোটেল থেকে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে দুই যুবতী-সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা পুরসভার চৌরঙ্গি মোড় এলাকার ওই হোটেলটিতে হঠাৎ অভিযান চালায় পুলিশ। হোটেল রুমের একটি ঘরে দুই যুবতী এবং এক যুবককে অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাদের হাতেনাতে ধরে পুলিশ। এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি হোটেলে বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলতে থাকেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই যুবতীর বাড়ি শিলিগুড়িতে। এই ঘটনার সঙ্গে মঙ্গলবাড়ি এলাকার এক যুবক যুক্ত রয়েছে। আপাতত এই তিন জনকে আটক করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে এই হোটেলটিতে অচেনা মানুষদের ভিড় বার ছিল। রাতের অন্ধকারে ক্রমাগত বাইরে থেকে বিভিন্ন বয়সি পুরুষ ও মহিলারা এসে ভিড় করছিল। এমনকী, বেআইনি মদের ঠেকও চলছিল এই হোটেলটিতে। পুলিশ এদিন অভিযান চালিয়ে দুই যুবতী-সহ মোট তিন জনকে আটক করে। এই ধরনের বেআইনি কারবার এলাকায় কোনও ভাবেই চলতে দেওয়া হবে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই এলাকার নারায়ণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির এই হোটেল-কাম-লজটি রয়েছে। সেখানে বিয়ে-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কাজ হয়। পাশাপাশি, বিভিন্নভাবে ঘর ভাড়াও দেওয়া হয়। কিন্তু তার আড়ালে সেখানে রমরমিয়ে মধুচক্রের আসর চলছিল। এরপরই পুলিশ এদিন অভিযান চালায়।

যদিও আটক হওয়া ওই যুবক জানিয়েছে, এখানে যে সব যুগল আসে, সে তাদের জন্য রান্না করে। এখানে ওরকম বেআইনি কাজ হয় না। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি স্থানীয়দের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: শেখ শাহজাহানের বাড়িতে আবার সিবিআই হানা। শনিবার তদন্তকারীরা পৌঁছে যান সন্দেশখালিতে। ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে সন্দেশখালির আগারহাটি এলাকায় তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডির আধিকারিকরা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেই ঘটনার তদন্তের ভার পায় সিবিআই। ইতিমধ্যে সেই ঘটনার জন্য শেখ শাহজাহান-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। ওই ঘটনার তদন্ত করতে শনিবার সরবেড়িয়া এলাকায় আসেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। হাজির হন শেখ শাহজাহানের বাড়িতে। শেখ শাহজাহানের বাড়ির পাশাপাশি তার মেয়ের বাড়িতেও হাজির হন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পায়রাডাঙ্গা শাখা
পার্বতী মার্কেট, নদিয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১২৪৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ -এ [রুল ৮(৬) ও ৯(১) এর বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতিকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, পায়রাডাঙ্গা শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা) -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **২৪.০৯.২০২৫ তারিখে** ৩৮,২৬,৯৫৪.১৬ টাকা (আটত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয় শত চুয়ান্ন টাকা ষোলো পয়সা মাত্র) (বিবি **২৪,৬৪,১৭৪.১৬ টাকা** ও এমএলই + এমওআই + এমওএক্স **১৩,৬২,৭৮০.০০ টাকা**) ০৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ ও তৎসংক্রান্ত খরচাদি সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, পায়রাডাঙ্গা শাখা (সুরক্ষিত ঋণদাতা) এর পাওনা আছে ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা- অসীম সাহা, গ্রাম- পালপাড়া, ১৩০৭ কেবিএম, ডাকঘর - চাকদহ, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ- এর থেকে।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বর্ধিত পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা: অসীম সাহা** গ্রাম - পালপাড়া, ১৩০৭ কেবিএম, ডাকঘর - চাকদহ জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ **২. ঋণগ্রহীতা- চম্পা সাহা** গ্রাম- পালপাড়া, ১৩০৭ কেবিএম, ডাকঘর - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ **৩. জামিনদাতা- দেবাশীষ ঘোষ, পিতা- কালিদাস ঘোষ,** গ্রাম ও মৌজা - চন্দ্রপুর, ডাকঘর - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১ ২২২, পশ্চিমবঙ্গ **খ) পায়রাডাঙা শাখা**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি এবং তার উপর নির্মিত অবকাঠামো, মৌজা- ৩৪ নং উত্তর ভবানীপুর, থানা- চাকদহ, এডিএসআরও - চাকদহ, চাকদহ পৌরসভা, নদিয়া, নিম্নলিখিত সম্পত্তি- খতিয়ান নং. আরএস ২৩৮, এলআর ৪৯০, দাগ নং আরএস ও এলআর ৩(পি), জমির পরিমাণ ০১ শতক, আরএস ৩৭৬ ও এলআর ১/৩৭৬, জমির পরিমাণ ০২ শতক, মোট জমির পরিমাণ ৩ ০৩ শতক ১) ২০০৬ সালে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল যার বই নং ১-এ, যার নং ৩১৩৭, তারিখ ৩০.১২.২০০৩, ১৪.০৮.২০০৬, যা এডিএসআরও চাকদহ, নদীয়ায় নিবন্ধিত হয়েছে, বিক্রেতা নিরঞ্জন সাহা এবং ক্রেতা শ্রী অসীম সাহার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২) ২০০৬ সালে নিবন্ধিত সংশোধনী দলিল যার বই নং ১-এ, যার নং ৩৫৬২, তারিখ ১৯.০৯.২০০৬, ২০.০৯.২০০৬, যা এডিএসআরও চাকদহ, নদীয়ায় নিবন্ধিত হয়েছে, ঘোষণা দাতা নিরঞ্জন সাহা এবং শ্রী অসীম সাহার পক্ষে করা হয়েছে। **চৌহদ্দী:** উত্তর- স্বর্ণা চক্রবর্তী-র সম্পত্তি, দক্ষিণ- রমা মণ্ডলের ফাঁকা জমি, পূর্ব- পিচের রাস্তা, পশ্চিম- অনিল বিশ্বাসের বাড়ি।	**৩৮,২৬,৯৫৪.১৬ টাকা** (আটত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয় শত চুয়ান্ন টাকা ষোলো পয়সা মাত্র) (বিবি ২৪,৬৪, ১৭৪.১৬ টাকা ও এমএলই + এমওআই+এমওএক্স ১৩,৬২, ৭৮০.০০ টাকা) **০৪.০৯.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি সুদ/চার্জ ও তৎসংক্রান্ত খরচাদি	**ক) ৩৫.০২ লক্ষ টাকা (*)** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ দুই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩.৫০২ লক্ষ টাকা** (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুই শত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30161802928** **ঙ) ব্যাংকের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.০৯.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, (১) https:// www.baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০**, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস** এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।**
দরদাতাদের **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এর ও প্রতি

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৫
স্থান: পায়রাডাঙ্গা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK — **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী রতন কৃষ্ণ দে এবং শ্রীমতি শিপ্রা দে	ক) ১৩,৯৯,৯০৯.১০ টাকা (তেরো লাখ নিরানব্বই হাজার নয়শো নয় টাকা এবং দশ পয়সা) বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৭০৩০০৫৮৪৯৩২৬৩ অধীন, ২৫.০২.২০২৩ অনুযায়ী (০১.১১.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ পরিমাণ) এবং ৪,৪২৮.৭৪ টাকা (চার হাজার চারশো আঠাশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৭০৩০০৫৮৪৯৩২৫০ অধীন, ২৫.০২.২০২৩ অনুযায়ী (০১.০৫.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ সহ পরিমাণ)। খ) ২৫.০৩.২০২৩ গ) ০৫.০৯.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : উত্তর চাত্রা, জেএল নং ৩, খতিয়ান নং ১০৯৭, প্লট নং ১২৮৮, থানা : বাদুড়িয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ সমুদয়।

তারিখ : ০৭.০৯.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা শাখা, কলকাতা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৯,৮৯,৭১০.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ উননব্বই হাজার সাতশ দশ টাকা)** ০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৫.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ আদায়ের জন্য **শ্রীমতী সোমা জানা**, স্বামী বাসুদেব জানা এবং **শ্রী বাসুদেব জানা**, পিতা হরিপদ জানা, **উভয়ের ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য় তল, (পাবনী অ্যাপার্টমেন্ট) প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা - যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা - ৭০০০৮৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রীমতি সোমা জানা** স্বামী বাসুদেব জানা, ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য়তলে, (পাবনী অ্যাপার্টমেন্ট), প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা : যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **২. শ্রী বাসুদেব জানা,** পিতা হরিপদ জানা, ফ্ল্যাট নং এইচ, ৩য়তলে, (পবনী অ্যাপার্টমেন্ট), প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা : যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০১, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **খ) সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এইচ, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক ডাইনিং রুম, এক টয়লেট এবং এক বারান্দা, পরিমাপ বিল্ট আপ এরিয়া ৫০.১৪ বর্গ মিটার, সমপরিমাপ ৫৩৯ বর্গফুট কমবেশি ৩য়তলে, উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ দিকে এবং অবিভক্ত জমির ১/১০ আনুপাতিক অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ ঢাকা গ্যারাজ স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৭৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে একতলায় জি-৩ তলা ভবনে নাম পবনী অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬২, কেন্দুয়া মেন রোড, থানা : যাদবপুর, ডাক ঠিকানা : ২৯/২৯, কেন্দুয়া মেন রোড, কলকাতা : ৭০০০৪৮, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০১, নথিভুক্ত বুক নং ১,, ভল্যুম নং ১৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭৯১ থেকে ৮২৬, দলিল নং ১৬০৫০৮০১৩-২০১৭ সালের, সম্পত্তি শ্রীমতি সোমা জানা এভং শ্রী বাসুদেব জানার নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া কে এম সি রোড; দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৯১৬, ৯১৭ এবং ৮৭৭, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া কে এম সি সড়ক; পশ্চিমে : জমি দাগ নং ৯১৮। **সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি সোমা জানা এবং শ্রী বাসুদেব জানা।**	**২৯,৮৯,৭১০.০০ টাকা (উনত্রিশ লাখ উননব্বই হাজার সাতশ দশ টাকা)** ০৪.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৫.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ সহ	ক) ২৪,৯৯,০০০.০০ টাকা (*) (চব্বিশ লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা) খ) ২,৪৯,৯০০.০০ টাকা (দুই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার নশো টাকা) ই-নিলাম তারিখে সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30204634466 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০৯.২০২৫ থেকে ২৩.০৯.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৫.০৮.২০২৫
স্থান- কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঙ্ক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস,৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ,
বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা-বর্ধমান,
পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **২৫.০৯.২০২৫** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **২৬.০৯.২০২৫ তারিখের সকাল ১০.০০ টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/ অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২৩৬৭৭৬১০০০৬২৭৮ এবং সাতগাছিয়া শাখা	সোমা বৈরাগ্য	প্রযত্নে গৌতম বৈরাগ্য, ঠিকানা- গ্রাম নাওপাড়া, ডাকঘর- সাতগাছিয়া, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২২, পশ্চিমবঙ্গ।	৫.৪৮০ গ্রাম
৩৯০১৭৭৬১০০০০১২৮ এবং মানবাজার শাখা	সুনীল বাউড়ি	উদয়পুর, পুরুলিয়া।	৪৩.২৭ গ্রাম

তারিখ : ০৭.০৯.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্কলারশিপের জন্য ফের অনশনে মাওবাদী অর্ণব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন অর্ণব দাম। হাজার প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে গবেষণার কাজে অনুমতি পেয়েছেন তিনি। কিন্তু গবেষণা করলেও তার জন্য মিলছে না স্কলারশিপ। এবার পিএইচডি গবেষক হিসেবে স্কলারশিপের দাবিতে জেলেই অনশন আন্দোলন শুরু করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, তাঁর মেধাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না সরকার। এমনকী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর স্কলারশিপ নিয়ে স্বজনপোষণেরও অভিযোগ উঠেছে। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও চিঠি লিখেছেন অর্ণব। তাতেও কোনও কাজ হয়নি বলে দাবি তাঁর।

রাজনৈতিক বন্দি অর্ণব দাম জেলবন্দি অবস্থায় ইতিহাসে ৭০-৭৫ শতাংশ নম্বর-সহ বিএ, এমএ পাশ করেছেন। 'সেট' পাশ করেছেন। পুলিশ যেতে দেয়নি বলে 'নেট' পরীক্ষায় বসতে পারেননি। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছেন। পিএইচডি-র অ্যাডমিশন টেস্টে ফার্স্ট হয়েছিলেন। সম্প্রতি প্রথম সেমেস্টার কোর্স ওয়ার্ক পরীক্ষাতেও অর্ণব ফার্স্ট হয়েছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের গবেষকদের জন্য দুই ধরনের স্কলারশিপ আছে। একটি নন-নেট বিবেকানন্দ ফেলোশিপ। আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্কলারশিপ।

উল্লেখ্য, খড়গপুর আইআইটির মেধাবী ছাত্র তথা মাওবাদী নেতা অর্ণব পড়াশোনা ছেড়ে সিপিআই (মাওবাদী) দলের রাজনৈতিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে সেই সংগঠনে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই হিংসার রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন তিনি। শিলদা ইএফআর ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় পুলিশ অর্ণব দামকে গ্রেপ্তার করে। তখন থেকেই জেলবন্দি তিনি। এছাড়াও ৩১টি গুরুতর মামলা ছিল অর্ণবের বিরুদ্ধে। ২০১২ সালে আসানসোলে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন তিনি। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। এই বন্দি অবস্থাতেই ইতিহাস নিয়ে পিএইচডি করতে চাইলে আদালত তাঁকে অনুমতি দেয়। তখন থেকে জেলেই পড়াশোনায় মন দিয়েছিলেন অর্ণব দাম। তার পর মেদিনীপুর সংশোধনাগার থেকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে এসে ইগনু থেকে তিনি ইতিহাসে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেন। দু'টিতেই ফার্স্ট ক্লাস পান এই মাওবাদী নেতা। ২০১৮ সালে স্টেট লেভেল এলিজিবিলিটি টেস্টও পাশ করেন। এখন তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করছেন। গত বছর ২৬ জুন পুলিশের পাহারায় ইন্টারভিউ দিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যান অর্ণব। গত বছরের ৫ জুলাই মেধাতালিকা প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়। ইন্টারভিউয়ে ২৪৯ জনকে পিছনে ফেলে প্রথম হন অর্ণব। শুরু হয় পিএইচডি পড়াশোনা।

সাংবাদিকের বাড়ি ভাঙচুরে গ্রেপ্তার দুই, নিন্দা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান শহরে রাতের অন্ধকারে এক সাংবাদিকের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। শুধু তাই নয়, সকাল হতেই সাংবাদিকের পরিবারকে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, অভিযুক্তরা এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা। এছাড়াও বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস এই ঘটনায় মদত দিচ্ছেন বলে অভিযোগ ওঠে।

এই ঘটনার খবর পেয়ে একাধিক সাংবাদিক ঘটনাস্থলে পৌঁছলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, সাংবাদিকরা যখন ভিডিও ও ছবি তুলছিলেন, তখন একদল দুষ্কৃতী তাঁদের ছবি তুলতে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের ক্যামেরা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ইতিমধ্যে বর্ধমান শহরজুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে। এই নিয়ে সাংবাদিকরা পথে নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি তোলেন সাংবাদিকরা। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরেই তদন্তে নামে বর্ধমান থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে শনিবার আদালতে পেশ করে। সাংবাদিকের বাড়ি ভাঙচুর করার ঘটনায় বর্ধমানের খাগড়াগড় খালের পুর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর ফেসবুক পেজে ভিডিও পোস্ট করে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

সাংবাদিক শেখ ইমতিয়াজ জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি খাগড়াগড়ের সরাইটিকর এলাকায়। বেশ কিছুদিন আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির খবর প্রকাশ করেন তিনি। তার পর থেকেই তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। কয়েকদিন আগে তাঁর বাড়িতে চড়া হয় একদল দুষ্কৃতী। তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এবং তাঁর বাড়ির সদস্যদের হুমকি দেওয়া হয়। বর্তমানে তাঁর বাড়ি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রাণভয়ে তাঁকে পরিবার নিয়ে অন্যত্র ভাড়াবাড়িতে থাকতে হচ্ছে। বর্ধমান থানায় এই বিষয়ে তিনি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। দুষ্কৃতীরা সকলেই তৃণমূল ঘনিষ্ঠ।

বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস জানিয়েছেন, যে এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে, সেটা বর্ধমান উত্তর এলাকা। তাঁর বিধানসভা এলাকার বাইরে। কিন্তু সমাজমাধ্যমে তিনি বিষয়টি দেখতে পান যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে। বর্ধমান শহর-সহ সমস্ত সাংবাদিকরা জানেন খোকন দাস কী ধরনের ব্যক্তি। অযথা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা বন্ধ হোক। তিনি পুলিশকে বিষয়টি দেখার জন্য বলেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁর বদনাম করার জন্যই চক্রান্ত করা হচ্ছে।

'আমার দ্বারা পড়াশোনা হল না', চিঠি লিখে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা কিশোরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: মা-বাবার উদ্দেশে চিঠি লিখে না-ফেরার দেশে চলে গেল বছর পনেরোর সরলা। শনিবার শিলিগুড়ির এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে কি ওই কিশোরীকে পড়াশোনার জন্য মারাত্মক চাপ দেওয়া হত? পুরো বিষয়টিই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি আবাসনে রক্তাক্ত অবস্থায় এক কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই আবাসনের বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ ঠাকুর প্রথম ওই কিশোরীকে পড়ে থাকতে দেখেন। তার পর তিনি ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে ওই কিশোরীকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয় মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ ফাঁড়িতে। সেখান থেকে পুলিশ যায় ওই আবাসনে। খতিয়ে দেখে সব কিছু। সেই সময় আবাসনের ছাদ থেকে একটি নোট উদ্ধার হয়। সেটি একটি হাতঘড়ি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল। মেয়েটিও যেহেতু স্কুলের পোশাকে ছিল, তাই সেই সূত্র ধরে পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেন তদন্তকারী।

তদন্তকারীরা জানতে পারেন, মৃত কিশোরীর নাম সরলা ঠকচক। বয়স ১৫। কদমতলা বিএসএফ স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। তার মা শিলিগুড়িতেই বিএসএফে কর্মরত। কদমতলা পাঁচ নম্বর গেটের কাছে বিএসএফের আবাসনেই থাকত সরলা। তারা ওড়িশার বাসিন্দা। তার বাবা সেখানেই থাকে।

প্রাচীন রীতি মেনেই ঐতিহ্য বইছে রামেশ্বরপুর ঘোষবাড়ির পুজো

সুমন তালুকদার ● হাসনাবাদ

জমিদার বাড়ির জৌলুস কমলেও প্রাচীন রীতি মেনেই হাসনাবাদের রামেশ্বরপুর ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজো আজও ঐতিহ্যের গরিমা বহন করে চলেছে। আজও এপার-ওপার বাংলার আবহে নারীর শৈল্পিক ছোঁয়ায় ঘোষবাড়ির প্রতিমা মৃণ্ময়ী থেকে চিন্ময়ী রূপ পায়। ছাদের উপরে খোলা আকাশের নীচে বসানো পেতলের গামলায় ভরে ওঠা বর্ষার জলেই পূজিত হন উমা। ৩০৩ বছর ধরে এমন রীতির অন্যথা হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষবাড়ির জৌলুস কমলেও, বংশ পরম্পরায় আজও ইতিহাস বহন করে রীতি মেনেই দাস পরিবারের মহিলা শিল্পীরাই প্রতিমা তৈরি করেন।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদের রামেশ্বরপুর ঘোষবাড়ির পুজোর এবার ৩০৩ বছর। গদাধর ঘোষই প্রথম এই পুজো চালু করেছিলেন। সেই পরম্পরা মেনে আজও ঠাকুরদালানে পুজো হয়ে আসছে। জমিদারি নেই, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস-সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে ঘোষবাড়ির প্রতিটি ইটে-কাঠে। এখনও বাড়ির চিলেকোঠা থেকে ওপার বাংলা দেখা যায়। অবিভক্ত বাংলার প্রচুর মানুষ তখন ঘোষবাড়ির ঠাকুরদালানে এসে ভিড় জমাত। সীমান্তে তারকাঁটার বেড়াজালে আজ সেই নিবিড়তা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে ঘোষবাড়ির পুজোয় ঠাকুর দেখতে আসেন ওপার বাংলার পুণ্যার্থীরা।

এই প্রজন্মের তুহিন ঘোষ বলেন, 'পুজোর দিনে আমাদের মাইকের মুখ থাকে ওপার বাংলার দিকে। এখানকার মন্ত্রপাঠ থেকে শুরু করে মায়ের আরাধনা, উপচার ওপার বাংলায় আমাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পৌঁছে যায়। তাঁরা অপেক্ষা করে থাকেন ঘোষবাড়ির পুজোর মন্ত্রপাঠের।'

পরিবারের আরেক সদস্যা তৃপ্তি ঘোষ জানান , এই দালান কোঠায় বহু প্রাচীন ইতিহাস-সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ১৯৭১ সালে তরুণ মজুমদারের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'নিমন্ত্রণ'-এর শুটিং এই পুজোকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। এই ঠাকুরদালানেই অনুপ কুমার, সন্ধ্যা রায় ছাগল চরিয়ে অভিনয় করেছিলেন। পাশাপাশি ইছামতী নদীতে নৌকোয় করে ওপার বাংলায় গিয়েছিলেন। এছাড়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শাস্তি' ছবির চিত্রনাট্য হয়েছিল এই জমিদার বাড়িতেই।

সময়ের পরিসরে ঘোষবাড়ির পারিবারিক পুজো গ্রামের পুজো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বংশপরম্পরায় দাস পরিবারের মহিলা শিল্পীরা আজও প্রতিমা করেন। গত প্রায় ১০ বছর ধরে প্রতিমাশিল্পী সাধনা দাস ঘোষবাড়ির প্রতিমা বানিয়ে আসছেন। সেই সাধনা দাস বলেন, 'আমার পুরনো প্রজন্ম অর্থাৎ শাশুড়ি, দিদিশাশুড়িরা এই প্রতিমা গড়েছেন। এখানে এক চালার কাঠামোয় প্রতিমা তৈরি করে চলেছি।' ঘোষবাড়ির পুজো মহালয়ার দিন থেকে সূচনা হয়। প্রতিপদে পুজো শুরু হয়ে দশ দিন ধরে চলে। আজও সেই প্রাচীন রীতি, সংস্কৃতি বহন করে চলেছে ঘোষবাড়ির পুজো।

অসম্পূর্ণ, দুর্গাপুরে মডেল আদালতের তবুও উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বাইরের রং থেকে শুরু করে ভেতরের নানা কাজ বাকি। নির্মাণ এখনও শেষ হয়নি। তার আগেই হল উদ্বোধন! শনিবার দুর্গাপুর মডেল আদালত ভবনের উদ্বোধন করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় ও রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক।

১৯৫৬ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রশাসনিক ভবনে এই আদালতের কাজকর্ম শুরু হয়েছিল। পরে ১৯৭৮ সালে আদালত স্থানান্তরিত হয় এডিডিএর একটি ভবনে, এখনও সেখানেই চলছে বিচারকার্য। বহু বছর ধরেই পুরনো আদালত ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে আতঙ্কে ছিলেন আইনজীবী থেকে শুরু করে সরকারি কর্মীরা। বর্তমানে দুর্গাপুর আদালতে এক হাজারেরও বেশি আইনজীবী নথিভুক্ত রয়েছেন। প্রতিদিন শত শত বিচারপ্রার্থী এখানে ভিড় করেন। দীর্ঘ দিন ধরেই স্থানীয়দের দাবি ছিল নিজস্ব আদালত ভবনের।

২০১৮ সালে প্রায় ২৯ কোটি টাকার অনুমোদনে নতুন চারতলা আদালত ভবনের কাজ শুরু হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৬টি এজলাস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ ডিজিটাল রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা থাকবে। সিভিল কাজের দায়িত্ব ছিল এডিডিএর, আইটি কাজ পূর্ত দফতরের এবং আসবাবপত্র তৈরির দায়িত্ব বন দপ্তরের। প্রথমে ২০২১ সালে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, নানা পরিবর্তন ও অতিরিক্ত কাজের কারণে নির্মাণে দেরি হয়। বাড়তি ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার ডিপিআরও জমা পড়ে। বর্তমানে ভবনের মূল কাঠামো সম্পূর্ণ হলেও বিদ্যুৎ সংযোগ, ডিজিটাল ব্যবস্থা, ফার্নিচার, পার্কিং ও বাইরের ফিনিশিংয়ের কাজ এখনও শেষ হয়নি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আগামী বছরের শুরুতেই নতুন আদালত ভবনে বিচারকার্য শুরু হবে।' তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'দুর্গাপুর থেকেই শিল্পের নবজাগরণ শুরু হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা ও পরিশ্রুত পানীয় জলের ক্ষেত্রে আইনজীবীদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।'

বসিরহাটে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা, সমস্যায় পেনশনাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট পুলিশ জেলার উদ্যোগে বসিরহাট শহরে শুরু হয়েছে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। সমস্যায় পড়ছেন পেনশনভোগীরা। সকলের দাবি, সমস্যার সমাধানে পুলিশ পরিস্থিতি পুনর্বিবেচনা করুক। এই মর্মে পুলিশের কাছে একটি ডেপুটেশনও দেওয়া হয়।

সম্প্রতি বসিরহাট শহরজুড়ে চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে বসিরহাট জেলা পুলিশের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ। আর এই ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ হতেই মহাবিপদে পড়েছেন বসিরহাট শহরের একশ্রেণির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বসিরহাট ইছামতী ব্রিজের পূর্ব দিক দিয়ে ছোটখাটো যানবাহন ও পথচলতি মানুষকে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে দিয়ে, সংশোধনাগারের পাশ দিয়ে মার্টিন বার্ন রোড ধরে ৭২ নম্বর বাসস্ট্যান্ড হয়ে শহিদ দীনেশ মজুমদার রোড যেত হচ্ছে। পৌঁছতে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হচ্ছে। তার কারণে একদিকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে জামরুলতলা ও শ্মশানঘাট সংলগ্ন ব্যবসায়ীদের। অন্য দিকে, সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বয়স্ক মানুষদের, পেনশনের টাকা তুলতে গিয়ে। কেন না, বেশিরভাগ পেনশন-হোল্ডারদের অ্যাকাউন্ট রয়েছে বসিরহাট কাছারিপাড়ার স্টেট ব্যাংকে। তাই ট্র্যাফিক আইন অনুযায়ী বয়স্ক মানুষদের পক্ষে বহু রাস্তা পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁদের সমস্যার সমাধানের দিকে নজর দিক প্রশাসন। পাশাপাশি, শনিবার বসিরহাট জামরুলতলা, শ্মশানঘাট, নতুনবাজার, বেলতলা, রেজিস্ট্রি অফিস মোড়ের ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, 'প্রশাসন যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু আমরা যাঁরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রয়েছি, তাঁদের দিকেও নজর দিক প্রশাসন।' গত তিন দিন ধরে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের ফলে শহিদ দীনেশ মজুমদার রোডের যে সব ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, তাঁরা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কোনও ক্রেতা দোকানে যাচ্ছেন না, যার কারণে ব্যবসা লাটে উঠেছে। তাই তাঁরা চাইছেন, সবার সুবিধার জন্য পুলিশ ব্যবস্থা করুক। যাতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁদের প্রয়োজন মেটাতে পারবেন এবং আশপাশের ছোট-ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারবেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের সমস্যা মেটাতে পারবেন। সব মিলিয়ে, একদিকে ব্যবসায়ী, অন্যদিকে ক্রেতা ও আমজনতা উপকৃত হবেন।

আউশগ্রামে তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামের পিচকুড়ি গ্রামের কাছে উদ্ধার হল কয়েকটি তাজা বোমা। শনিবার বিকেলে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছয়। বোমাগুলিকে নজরদারিতে রেখে খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে।

জানা গিয়েছে, একসপ্তাহ আগে এলাকা থেকে পুলিশের কাছে খবর আসে, কয়েকজন মিলে পিচকুড়ি এলাকায় বোমা বাঁধছে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু সেদিন সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েনি। পুলিশ ফিরে যায়। এদিন পিচকুড়ি থেকে

গোবিন্দপুর যাওয়ার রাস্তায় মাঠে একটি সাবমার্সিবল পাম্পের কাছে একটি বালতিতে কয়েকটি বোমা পড়ে থাকতে দেখা যায় । স্থানীয় এলাকা থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

মালদা-রতুয়া রাজ্য সড়কে মিনিবাস উলটে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার বিকেলে মালদা জেলায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। মালদা-রতুয়া রাজ্য সড়কে একটি মিনিবাস উলটে একজন মৃত এবং ৩০ জন আহত হন। ইংরেজবাজার থানা এলাকার আরাপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মিনিবাসটি মালদা থেকে রতুয়া যাচ্ছিল। আরাপুরের কাছে একটি গাড়িকে ওভারটেক করার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাসটি উলটে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাৎক্ষণিক ভাবে উদ্ধার কাজ শুরু করে।

খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসকরা একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, মিনিবাসটি খুব দ্রুত গতিতে চলছিল। দ্রুতগতির কারণে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাসটি উলটে যায়। পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে।

পাকা হয়নি গড়চণ্ডী মন্দির ও আশ্রম যাওয়ার রাস্তা, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

কাঁকসা ব্লকে ঘন জঙ্গলে বিরাজমান শ্যামরূপা মন্দির। বাংলার প্রথম দুর্গাপুজো এই ঘন গড় জঙ্গলের মধ্যেই শুরু হয়েছিল বলে কথিত আছে। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় জঙ্গলে পুজো দেখতে আসেন হাজার-হাজার মানুষ। কিন্তু সেখানে যাওয়ার কাঁচা রাস্তা অত্যন্ত বেহাল হওয়ায় অসুবিধায় পড়তে হত এলাকার মানুষজনকে। স্থানীয়দের ও ভক্তদের আবেদনে সেই রাস্তায় পেভার ব্লক বসিয়ে দেওয়া হয়। মুচিপাড়া শিবপুর রোড থেকে একটি রাস্তা মন্দির পর্যন্ত গিয়েছে। অন্য দিকে, কাঁকসার দেউল থেকে একই ভাবে পেভার ব্লক বসানো রাস্তা মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় মিশেছে। ফলে এই বছর যাঁরা মন্দিরে যাবেন, তাঁদের আর কোনও রকম সমস্যা হবে না।

তবে শ্যামরূপা মন্দিরের পাশেই রয়েছে গড়চণ্ডী মন্দির, রয়েছে যোগীবাবার আশ্রম। তার পাশেই রয়েছে শালতলা। যেখানে রয়েছে একটি মন্দির। শোনা যায়, দুর্গাপুজোর শুরুর দিনে দূর-দূরান্ত থেকে আদিবাসী মহিলারা এই গাছের তলায় মন্দিরে পুজো দেন। ঘটে করে জল নিয়ে গোটা আশ্রম চত্বর, যেটাকে গড়ের সীমানা বলা হয়, সেই সীমানা প্রদক্ষিণ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই বহু মানুষের এবং বিশেষ করে, আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের আস্থা জুড়ে আছে এই গড়চণ্ডীতলা ও আশ্রম। কিন্তু শ্যামরূপা মন্দিরের পাশেই অবস্থিত এই আশ্রমে ঢোকার রাস্তা আজও কাঁচা রয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে বহু আবেদন জানালেও, প্রশাসন এই বিষয়ে কোনওরকম কর্ণপাত করে না বলেই অভিযোগ। মাত্র ৫০০ মিটার রাস্তা বানাতে প্রশাসনের কেন গড়িমসি, তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকার আদিবাসী মহিলারা। ফলে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্রমশই বাড়ছে ক্ষোভ। এলাকার বাসিন্দা সুনীল মাড্ডি জানিয়েছেন, গড়চণ্ডী মন্দিরে বহু মানুষের সমাগম হয়। তার সঙ্গে আদিবাসীরাও

আসেন পুজো দিতে। তাঁদের এই জঙ্গলের সঙ্গে আস্থা জুড়ে আছে। কিন্তু প্রশাসন তাঁদের দাবি নিয়ে কোনও কিছুই উদ্যোগ নেয় না। যার কারণে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা রমন শর্মার অভিযোগ, জঙ্গলের মধ্যে সাধুদের একটা আশ্রম আছে। তার পাশেই আবার আদিবাসীদের পুজোর স্থান। অথচ সেই রাস্তাটা প্রশাসন করে দিচ্ছে না। এটা একটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই রাজনীতি চলছে। যেখানে বন দপ্তরের অধীনে জঙ্গলে এত বড় একটা রাস্তা হতে পারছে, সেখানে সামান্য একটা রাস্তা বানাতে কেন এত গড়িমসি সরকারের? নাকি আদিবাসীদের ও সাধুদের তীর্থস্থান আছে বলে সরকার তাঁদের দিকে তাকাচ্ছে না। তিনি বলেন, কাঁকসাবাসী হিসেবে এই ঘটনায় লজ্জাবোধ করছেন।

যদিও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিষয়টি তারা জানেন। ওইটুকু রাস্তা তৈরি করতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু রাস্তা তৈরি করতে গেলে বন দপ্তরের অনুমতি লাগে। সেটা তারা দেয়নি। বন দপ্তর অনুমতি দিলে, তাঁরা রাস্তা নির্মাণ করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

১০ মে-র পরও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলেছিল: সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বরী পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরে পাকিস্তানি জঙ্গিদের দমন করতে ৭ মে সিঁদুর অভিযান শুরু করেছিল ভারত। ১০ মে ভারত এবং পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। যদিও যুদ্ধ তখনই থামেনি। চলেছিল তারও পরে। এমনটাই জানালেন দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী।

শুক্রবার দিল্লিতে একটি বই উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের এই কথা জানান জেনারেল দ্বিবেদী। তিনি বলেন, 'আপনারা হয়তো ভাবেন ১০ মে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু না। দীর্ঘ সময় চলেছিল সেই যুদ্ধ। অনেক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছিল। তা ছাড়া সব কিছু এখানে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

সিঁদুর অভিযানের সময় ভারতের বাহিনীগুলির মধ্যে সমন্বয়েরও প্রশংসা করেছেন দ্বিবেদী। তিনি জানিয়েছেন, প্রত্যেক বাহিনীর আধিকারিকেরা নিজেদের নির্দেশ নিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে অবহিত ছিলেন। সেই মতো পদক্ষেপ করেছেন তাঁরা। তিনি বায়ু, নৌ এবং স্থলসেনা বাহিনীকে এক কমান্ডারের অধীনে (থিয়েটারাইজেশন) নিয়ে আসার বিষয়েও সওয়াল করেছেন। তাঁর মতে, কাজ সম্পাদনের জন্য এক জন কমান্ডার থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি সংস্কারের সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। ড্রোনের উপরে জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানিয়েছেন জেনারেল দ্বিবেদী।

তার পরেই ভারতের সেনাপ্রধান জানান, সিঁদুর অভিযানের প্রভাব সীমান্তে কতটা পড়েছে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। কারণ, সীমান্তে অনুপ্রবেশ এখনও বন্ধ হয়নি। পাকিস্তানের সন্ত্রাসে মদত দেওয়াও চলছে। তাঁর কথায়, 'নিয়ন্ত্রণ রেখার পরিস্থিতির উপরে সিঁদুর অভিযানের প্রভাব কতটা পড়েছে, তা নিয়ে এখনই মন্তব্য করা যাবে না। পাকিস্তানের মদতে সন্ত্রাস কি বন্ধ হয়েছে? আমি মনে করি না। কারণ, নিয়ন্ত্রণরেখায় এখনও অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছে। আমরা সকলে জানি, কত জন জঙ্গি নিহত হয়েছে, কত জন পালিয়ে গিয়েছে।'

লালকেল্লায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে চুরি সোনার সামগ্রী

আগ্রা, ৬ সেপ্টেম্বর: এবার চুরি খোদ লালকেল্লায়। জৈনদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে খোয়া গেল দেড় কোটি টাকা মূল্যের সোনার সামগ্রী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, পুরোহিতের সাদা পোশাকে ভিড়ে মিশেছিল চোর। ফুটেজে চোরের মুখ দেখা গিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। আয়োজকরা যখন অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে এই চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে। সাময়িক বিরতির পরে আচার-অনুষ্ঠান ফের শুরু হলে বোঝা যায় গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী চুরি হয়েছে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, 'ভিড়ের সুযোগ নিয়ে এই চুরি করা হয়েছে। মূল্যবান রত্নগুলি সাজানোর জন্য রাখা হলেও সোনার কলসটির সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে। এই ধরণের জিনিসের কোনও মূল্য নির্ধারণ করা যায় না।' এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। জানা গিয়েছে, দিল্লির লালকেল্লায় চলছে জৈনদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'দশলক্ষণ মহাপ্রভ'। আগামী ১০ দিন ধরে চলবে এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান চলাকালীন লালকেল্লার ভিতর থেকে চুরি হয়েছে দেড় কোটি টাকা দামের দুটি সোনার জিনিস। চুরি হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি বড় সোনার কলসি এবং ৭৬০ গ্রাম ওজনের একটি সোনার নারকেল। এছাড়াও ১১৫ গ্রাম ওজনের আরও একটি সোনার কলসিও চুরি হয়েছে। এই সোনার জিনিসগুলির গায়ে বহুমূল্যের রত্ন বসানো ছিল বলেও জানা গিয়েছে।

গুজরাতে রোপওয়ে ছিঁড়ে মৃত অন্তত ৬

আমদাবাদ, ৬ সেপ্টেম্বর: গুজরাতে রোপওয়ে ছিঁড়ে অন্তত ৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের পাঁচমহল জেলার পাভাগড়ে। সেখানে মন্দির এলাকায় নির্মাণকাজের জন্য একটি রোপওয়েতে করে পণ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শনিবার দুপুরে সেই রোপওয়ে ছিঁড়ে ছ'জনের মৃত্যু হয়।

প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, শনিবার দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ পাঁচমহলের মাঞ্চি এলাকা থেকে নির্মাণকাজের পণ্য নিয়ে আসার সময়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মাঝপথে রোপওয়ের একটি ট্রলি ভেঙে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছ'জনের। মৃতদের মধ্যে দু'জন শ্রমিক এবং দু'জন লিফ্টম্যান রয়েছেন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ইতিমধ্যে স্থানীয় থানার পুলিশ এবং দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। তাঁরা ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকাজ শুরু করেছেন।

পাঁচমহলের জেলাশাসকও পৌঁছে গিয়েছেন ঘটনাস্থলে। পাঁচমহলের ডেপুটি পুলিশ সুপার হর্ষ দুধাত জানান, পাভাগড়ের রোপওয়ের জন্য নির্মাণ সামগ্রী আনার সময়েই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

গুজরাতের পাভাগড় পাহাড়ের উপরে একটি মন্দির রয়েছে। ওই মন্দিরে যাতায়াতের জন্য সিঁড়ি রয়েছে। প্রায় দু'হাজার সিড়ি পেরিয়ে মন্দিরে পৌঁছতে হয়। এ ছাড়া মন্দিরে যাওয়াতের জন্য রোপওয়েও রয়েছে। তবে আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য ওই রোপওয়েটি শনিবার সকাল থেকে বন্ধ ছিল। এরই মধ্যে নির্মাণকাজের জন্য ব্যবহৃত পণ্যবাহী একটি রোপওয়ে ছিঁড়ে পড়ে।

'সন্ত্রাসের দেশে যাব না', পুতিনের আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিলেন জেলেনস্কি

কিয়েভ, ৬ সেপ্টেম্বর: শান্তি আলোচনা করতে হলে রুশ প্রেসিডেন্টকে কিয়েভ আসার বার্তা দিলেন জেলেনস্কি। প্রবল বৈশ্বিক চাপের মুখে পড়ে শান্তি আলোচনায় জেলেনস্কিকে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। তবে সে আমন্ত্রণ পত্রপাঠ খারিজ করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। বরং কড়া সুরে পুতিনকে নিশানা করলেন তিনি। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'সন্ত্রাসের দেশে যাব না।' জেলেনস্কির কথায়, 'উনি নিজেও কিয়েভ আসতে পারেন। কোনও ব্যক্তি যদি যুদ্ধের সময় দেখা করতে না চান, তাহলে তাঁর এমন কিছু প্রস্তাব করা উচিত যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। আমার দেশ প্রতিদিন ক্ষেপণাস্ত্রে আক্রান্ত হচ্ছে, এই অবস্থায় আমি মস্কো যেতে পারি না। ওই সন্ত্রাসের রাজধানীতে ইউক্রেনের প্রতিনিধি হয়ে আমার যাওয়া উচিত নয়।' রাশিয়া ও

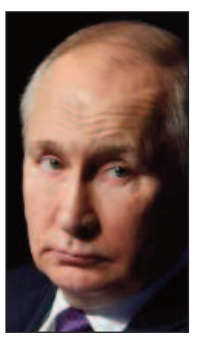

ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ থামাতে দীর্ঘদিন ধরে তৎপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকও করেছেন তিনি তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা বের হয়নি। চেষ্টা চলছিল দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে মুখোমুখি বসিয়ে সমাধান সূত্র বের করার। এহেন প্রস্তাবের পর গত বৃহস্পতিবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শান্তি বৈঠকের জন্য জেলেনস্কিকে আমন্ত্রণ জানান মস্কোয়। বলা হয়, মস্কোতে তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে। পুতিনের সেই আমন্ত্রণের পালটা সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেন, তিনি ওই সন্ত্রাসের দেশে কোনওভাবেই যেতে ইচ্ছুক নন, যেখান থেকে প্রতিদিন ইউক্রেনে মিসাইল ছোড়া হচ্ছে। একইসঙ্গে জানান, যদি পুতিন সত্যিই শান্তি আলোচনা করতে আগ্রহী থাকেন তবে তাঁর উচিত কিয়েভে আসা। ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের বিবৃতি সামনে আসার পর কূটনৈতিক মহলের দাবি, জেলেনস্কির এহেন বিবৃতিতে প্রত্যাশিত শান্তির পথে আপাতত কাঁটা পড়ল।

'নুড গ্যাং' আতঙ্কে কাঁটা উত্তরপ্রদেশের এক গ্রাম

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বর: উত্তরপ্রদেশের মিরাটে নুড গ্যাং'য়ের আতঙ্কে কাঁটা দাউরালার মহিলারা। রহস্যময় নগ্ন যুবকেরা আসে। তারা মহিলাদের নির্জন জায়গায় টেনে নিয়ে যায়। এরপর যৌন নির্যাতন চালায়। এই ঘটনার পর নড়চড়ে বসেছে পুলিশ। এলাকায় গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। নজরদারি চালাতে গ্রামের আকাশে ড্রোন ওড়ান হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। মিরাটের ভারালা গ্রামের বাসিন্দা এক মহিলা অভিযোগ করেছেন, বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে দুই ব্যক্তি তাঁকে নির্জন কৃষিখেতে টেনে নিয়ে যায়। মহিলা চিৎকার করে কোনওমতে নিজেকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে গোটা কৃষিখেত ঘিরে ফেলে। যদিও রহস্যময়ভাবে কেউ ধরা পড়েনি! গ্রামবাসীরা মহিলার কাছে জানতে চান, দুষ্কৃতীদের কেমন দেখতে? উত্তরে তিনি জানান, তাঁদের শরীরে সুতো ছিল না। নগ্ন অবস্থায় তারা হামলা চালায়। আক্রান্ত মহিলা ওই ঘটনার পর আতঙ্কে কর্মক্ষেত্রই বদলে ফেলেন। এখন অন্য রাস্তা দিয়ে কাজে যান তিনি। গ্রামবাসীদের দাবি, এমন চতুর্থ ঘটনায় আক্রান্ত মহিলা লজ্জায় অভিযোগ জানাননি। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে গোটা গ্রাম। তাঁরা মনে করছেন, বিষয়টা হাতের বাইর চলে যাচ্ছে। গ্রামপ্রধান রাজেন্দ্র কুমার বলেন, 'গ্রামবাসীরা প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। দুষ্কৃতীদের দলটি এযাবৎ কেবল মহিলাদেরই আক্রমণ করছে।'

দক্ষিণ আফ্রিকায় কোচ সৌরভকে ঘিরে উদ্দীপনা, আশায় গ্রেম স্মিথ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ক্রিকেট-বিশ্ব সবসময়ই এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে দেখেছে। খেলার মাঠে তাঁর নেতৃত্ব যেমন ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিল, তেমনই অবসর নেওয়ার পরও তিনি ক্রিকেটের সঙ্গেই থেকেছেন নানা ভূমিকায়। কখনও ধারাভাষ্যকার, কখনও প্রশাসক, আবার কখনও মেন্টর হিসেবে তিনি ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে থেকেছেন আলোচনার কেন্দ্রে। তবে এবার প্রথমবারের মতো কোচ হিসেবে দেখা যাবে তাঁকে। দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এসএ২০ লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন 'দাদা'।

লিগটি শুরু হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। তবে তার আগেই ৯ সেপ্টেম্বরের নিলামে ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচ হিসেবে সৌরভকে হটসিটে দেখা যেতে পারে। এই নিলাম ঘিরে ইতিমধ্যেই বড়সড় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস এখন পর্যন্ত মাত্র তিনজন খেলোয়াড়কে ধরে রেখেছে- ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকস, ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেরফেন রাদারফোর্ড এবং অলরাউন্ডার আন্দ্রে

রাসেল। ৩২.৫ মিলিয়ন র‍্যান্ড বাজেট নিয়ে দল এবার নিলামে নামতে চলেছে। গত মরশুমে প্রিটোরিয়ার পারফরম্যান্স একেবারেই ভালো ছিল না। ১০ ম্যাচে মাত্র দু'টি জয় পেয়েছিল তারা। তাই এবারের মূল লক্ষ্য শক্তিশালী দল গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্যেই নতুনভাবে কোচিং স্টাফ সাজানো হয়েছে। জোনাথন ট্রটের পরিবর্তে আসছেন সৌরভ, আর বোলিং কোচ হিসেবে থাকবেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন গতিমান পেসার শন পোলক।

সৌরভকে ঘিরে আশাবাদী লিগ কমিশনার গ্রেম স্মিথও। তিনি নিজেও দক্ষিণ আফ্রিকার সফল প্রাক্তন অধিনায়ক। স্মিথ সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের সময় সৌরভের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তখনই ও জানিয়েছিল, এ বছর কোচিং করতে চায়। ক্যাপিটালসের সঙ্গে ওর যুক্ত হওয়া দারুণ ব্যাপার।' স্মিথের মতে, একজন সফল নেতা এবং অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হিসেবে সৌরভ দলের ভেতরে নতুন মানসিকতা আনতে পারবেন। গত বছর দিল্লি ক্যাপিটালসের সেরা সময় যায়নি, তবে তাঁর বিশ্বাস, প্রিটোরিয়ায় দাদার উপস্থিতি ভিন্ন মাত্রা দেবে। প্রকৃতপক্ষে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সবসময়ই দেখা গেছে চ্যালেঞ্জকে স্বাগত জানাতে। ভারতীয় ক্রিকেটকে বিদেশের মাটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিলেন তিনি। এবার সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগবে প্রিটোরিয়ার ড্রেসিংরুমে। আন্দ্রে রাসেল ও অন্যান্য তরুণ ক্রিকেটারদের সামলানোর পাশাপাশি দলকে জয়ের রাস্তায় ফেরানোই হবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

সব মিলিয়ে বলা যায়, এসএ২০ লিগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচিং-যাত্রা শুধু দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটের জন্য নয়, গোটা ক্রিকেট-বিশ্বের জন্যই বিশেষ আকর্ষণ। প্রাক্তন অধিনায়কের এই নতুন অধ্যায় কতটা সফল হবে, তা সময় বলবে। তবে একটি জিনিস পরিষ্কার- 'দাদা'র নামের সঙ্গে সবসময়ই জুড়ে থাকে নতুন স্বপ্ন আর নতুন প্রত্যাশা। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।

সিএবির উদ্যোগে আম্পায়ারদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (সিএবি) উদ্যোগে শনিবার স্থানীয় আম্পায়ারদের জন্য একটি বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করা হয়। ইডেন গার্ডেনস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এবং বাংলার প্রাক্তন অলরাউন্ডার লদীরতন শুক্লা। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস জানান, 'আম্পায়াররা আমাদের খেলার অপরিহার্য অংশ। তাঁদের সুস্থতা ও নিরাপত্তার দিকে নজর দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। এই স্বাস্থ্যপরীক্ষার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, তাঁরা শারীরিক ভাবে ফিট আছেন এবং আগামী দিনে আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাঠে দায়িত্ব পালন করবেন।'

বাংলার ক্রিকেটের অন্যতম মুখ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেন, 'খেলোয়াড়রা যেমন প্রশিক্ষণ ও যত্ন পান, আম্পায়ারদের ক্ষেত্রেও সেই

দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। তাঁদেরও দীর্ঘ সময় মাঠে থাকতে হয়, চাপ সামলাতে হয়। তাই নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা তাঁদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।' সৌরভও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'আম্পায়ার ছাড়া খেলা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু তাঁদের কথা প্রায়শই আমরা ভুলে যাই। এই ধরনের উদ্যোগ শুধু আম্পায়ারদের জন্য নয়, বাংলার ক্রিকেট সংস্কৃতির জন্যও এক বড় পদক্ষেপ।' সারা দিনে শতাধিক স্থানীয় আম্পায়ার এই ক্যাম্পে অংশ নেন এবং রক্তচাপ, সুগার, ইসিজি-সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান।

সিএবি আশ্বাস দিয়েছে, আগামী দিনেও নিয়মিত ভাবে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে যাতে বাংলার ক্রিকেটের নেপথ্যের নায়করা সুস্থ ও সক্রিয় থাকতে পারেন।

মেঘালয়কে সাত গোল, হ্যাটট্রিক সুলঞ্জনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ রাজমাতা জিজাবাই ট্রফিতে বড় জয় পেল বাংলার মেয়েরা। গ্রুপ ডি-র প্রথম ম্যাচে মেঘালয়কে ৭-০ গোলে হারাল বাংলা। হ্যাটট্রিক করলেন সুলঞ্জনা রাউল। 'সেভেন স্টার' পারফরম্যান্সে ছারখার মেঘালয়ের ডিফেন্স।

শনিবার কৃষ্ণনগরের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মেমোরিয়াল ডিস্ট্রিক্ট স্টেডিয়ামে প্রথম থেকেই বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল বাংলার মেয়েরা। বাংলার আক্রমণ সামলাতে হিমশিম খেতে হয় মেঘালয় ডিফেন্ডারদের। শুরুতেই মেঘালয়ের দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে সুলঞ্জনা গোল করেন। এর পর আবার সুলঞ্জনার দর্শনীয় গোল। বাঁ পায়ের শটে বল জালে জড়িয়ে দেন সুলঞ্জনা। দূরপাল্লার শটে বিশ্বমানের গোল করেন সুস্মিতা লেপচাও। বাংলার হয়ে চতুর্থ গোল করেন মৌসুমি মুর্মু। একটি করে গোল করেন রিম্পা হালদার ও মমতা হাঁসদা। অসাধারণ ফর্মে থাকা সুলঞ্জনা হ্যাটট্রিক করেন। গোলকিপার এবং আরও এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। পরবর্তী ম্যাচে ৮ সেপ্টেম্বর রেলওয়েজের মুখোমুখি হবে বাংলা।

কলকাতায় হয়ে গেল আন্তঃজেলা খেলো ইন্ডিয়া জুডো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোটা দেশ ব্যাপী কেন্দ্রীয় সরকার খেলো ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে খেলার প্রসার ঘটাচ্ছে। শনিবার কলকাতার জুডো ক্লাবে হয়ে গেল অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া ওমেন্স জুডো লিগ ২০২৫। পশ্চিমবঙ্গে একটাই জুডোর সংস্থা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই খেলা হয়। যেখানে অংশ নিয়েছিলেন ২৩ জেলার প্রায় ২২০ জন প্রতিযোগী। বাংলার প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করে যান জুডো সংস্থার সভাপতি ও রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বোস। জুডো

সংস্থার সচিব তপন বক্সি জানান, খুব তাড়াতাড়ি জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ হবে এই বাংলায়। এছাড়াও দীর্ঘদিন পর জুনিয়র ন্যাশনালও হবে এই কলকাতাতেই। মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য এখন যেমন জুডো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, তেমন অলিম্পিকে অন্যতম গেমস এই জুডো। এমনকি জুডোতে সফলদের চাকরিও ব্যবস্থা করে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। শনিবার সাব জুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র আর ক্যাডেট বিভাগে ইন্টার ডিস্ট্রিক হয় এই প্রতিযোগিতা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

ভাদ্র সংক্রান্তি উপলক্ষে পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছাতা মেলা এখন কি তার ঐতিহ্য হারাচ্ছে

পার্থসারথি মহাপাত্র

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ক্ষ্মপ্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী - কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।ক্ষ্ম

পুরুলিয়ার মানুষেরাও এই অনুভবে বিশ্বাসী। তাই পরব ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই জেলা। কবে প্রথম মেলার প্রচলন হয়েছিল তা জানা না গেলেও এটি যে আবহমানকাল বাংলার এক প্রাচীন ঐতিহ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতীতে রাজা জমিদারেরা মেলার আয়োজন বা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পুরুলিয়া জেলার ছাতা মেলাও সেরকমই এক আয়োজন। প্রতিবছর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুলিয়া জেলা ছাড়া বাংলা তথা ভারতের আর কোথাও ছাতা মেলার খোঁজ নাই। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় চাকলতোড় ও বলরামপুরে এই মেলার আয়োজন হয়ে আসছে।

চাকলতোড়ের ছাতার ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে নানান কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি। জয়-পরাজয়ের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের এক ইতিহাস রয়েছে। ১৮৩২-৩৩ সালে বরাভূম রাজপরিবারের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন্দলের কারনে লছমন সিংয়ের পুত্র গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে এক ভয়াবহ বিদ্রোহ হয়েছিল যা গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা বা তুড়মৌল বলে পরিচিত। ১৮৩২ সালের ২রা জুন ব্রিটিশ সেনাপ্রধান মার্টিন বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে গঙ্গানারায়ণের জন্মভূমি, বাঁধডি আক্রমণ করে। কিন্তু বিদ্রোহীদের বিষাক্ত তীরের আঘাতে ব্রিটিশ সেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে বেড়াদা ও বাঁকুড়া হেডকোয়ার্টারে পালিয়ে যায়। এই পরাজয় ব্রিটিশদের ঘুম কেড়ে নেয়। তাই তারা আবার লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়। এবার ব্রিটিশ সেনা পরিচালনার দায়িত্ব পান ব্রাডন সাহেব। ১৮৩২ সালের ১৯শে অগাস্ট বরাবাজার থেকে ১৪কিমি উত্তরে চাকলতোড়ের মাঠে ঐ ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গঙ্গানারায়ণের সাথে সরাসরি সংঘর্ষ করে। এই আক্রমণ অতর্কিতে ও রাতে হওয়ায় গঙ্গানারায়ণ পরাজিত হন। গবেষক জগদীশ চন্দ্র ঝা তাঁর Bhumij Revolt (১৮৩২-৩৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেন- ব্রিটিশরা এই জয়লাভকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ছাতা মেলার শুরু করেন।

এই মেলার আরও কিংবদন্তী শোনা যায় যে দেশে যখন সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল তখন কাশিপুরের পঞ্চকোটরাজ সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সমস্ত সাঁওতালদের একত্রিত হওয়ার ডাক দেন। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন চাকলতোড়ের মাঠে ঐ জমায়েত হয় ও সমস্ত সাঁওতালেরা শপথ গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন ঐ দিনটি মনে রাখার জন্য ওখানে ছাতা মেলার শুরু হয়।

'বরাবাজারের ইঁদ দাদা চাকলতোড়ের ছাতা হে,
ছাতা দেখিতে লোক যায় খাতা খাতা হে'

পুরুলিয়া শহর থেকে মানবাজার যাওয়ার রাস্তায় ১১ কিমি দূরে চাকলতোড় গ্রাম। যার দুপাশে দুটি রাস্তা। বাম দিকের মানবাজার যাওয়ার রাস্তা ও ডান দিকের বরাবাজার যাওয়ার। মানবাজার যাওয়ার রাস্তায় ডান দিকে ছাতা মেলার মাঠ। পঞ্চকোট রাজবংশের উত্তরপুরুষদের একাংশ এই গ্রামে বসবাস করেন। বর্তমান রাজবংশের বড় শরিকের বড় ছেলে অমিত সিং দেও সেখানে রাজবেশে গিয়ে ছাতা তোলেন।

এই মেলায় ক্ষত্রিয় রাজা ছাতা তুললেও মূলত সাঁওতালদের মেলা। সিংহভাগ সাঁওতাল রমনী। সাঁওতালদের লৌকিক প্রথা অনুযায়ী যেমন পুরুষদের অন্তত একবার অযোধ্যা শিকারে যাওয়া কর্তব্য, তেমনি নাকি নারীদেরও চাকলতোড় ছাতায় আসা বাধ্যতামূলক। তাদের গাওয়া সেরেং থেকে সহজেই তা অনুমেয়।

'চাকুতআড়ি ছাতা মাইনা / কোসজুড়ি পাতা- / দে সাইনা দেলাল চালা খান।
দিন বালা বছর রুওয়াড় / ঘুরে ফিরে রুওয়াড় / নওয়া হড়ম নওয়া জিউরী রাং রুওয়াড়া।'

অর্থাৎ চল বোন চাকলতোড়ের ছাতা আর ক্রোশজুড়ির পাতা নাচ দেখতে যাবো। দিন চলে যায় বছর আসে কিন্তু এই দেহ;এই জীবন আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। তবে স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও এই মিলন স্থলে সম্মিলিত হয়। এই মেলায় ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, ছত্তিসগড় সহ বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা এসে মিলিত হয়। তারা নিজেদের সংস্কৃতির নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাত্রিযাপন করে। সকালে সবাই নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যায়।

চাকলতোড়ের ছাতা মাঠ আগে অনেক বড় ছিল। লক্ষাধিক মানুষ সমাগম হতো। বর্তমানে অনেকেই তাদের জমি বিক্রি করায় মাঠের পরিসর অনেক ছোট হয়ে গেছে। অনেকের আশঙ্কা আগামীতে মেলাটি স্থানাভাবে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

এক সময় বলরামপুরের উলিডিসহ বিভিন্ন গ্রামে ছাতা ও ইঁদ পরব হতো। বর্তমানে বেশির ভাগই শুধু পুজোতেই সীমাবদ্ধ আছে। বলরামপুর ডিপুটাঁড়ে সুখেনের ছাতা মেলায় শুধু অনুষ্ঠিত হয়। সুখেন হলেন বলরামপুরের সর্বজন প্রিয় সমাজ সেবক ডঃ সুখেন্দু বিশ্বাস, যিনি করোনা কালে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি জানান, তাঁর পিসিমা পঙ্কজিনী বিশ্বাস কোন একসময় বাংলাদেশের খুলনা থেকে বলরামপুরে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন এক বড়ো মাপের সমাজ সেবিকা। তাঁরই আদর্শে ডাক্তার বাবুও সমাজ সেবায় ব্রতী হন। ১৯৭০ সালে ডাক্তার বাবু এই এলাকার বিশিষ্টজনদের সাথে আলোচনা করে বলরামপুরে ছাতা মেলার শুভারম্ভ করেন। বলরামপুরে কোন রাজ-পরিবার না থাকায় অতীতে জমিদারের সঙ্গে যুক্ত থাকা তিনসোওয়া মৌজার জমিদার ভবতারণ সিং-এর পুত্র নির্মল সিং ওরফে মড়ে বাবুকে দিয়ে ছাতা তোলার সিদ্ধান্ত নেন।। মড়ে বাবু রাজার সাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে আটটি ছাতার শোভাযাত্রা সহকারে ছাতা তুলতে আসতেন। আর বড় ছাতাটি মেলায় প্রস্তুত করে রাখা থাকে। মোট নয়টি ছাতা তোলা হয়। বর্তমানে মড়ে বাবুর একমাত্র পুত্র হরিহর সিং পাতর এই ছাতা তোলেন। মাঝেমধ্যে কোন কোন ভক্ত ছাতা মানৎ করলে মেলায় ছাতার সংখ্যা বেড়ে যায়। বিকেলে ছাতা তোলার পর মেলার ভীড় বাড়তে থাকে।

'সুখেনের ছাতা দাদা, হাঁটু ডুবা কাদা হে,
এত বড় দেশের রাজা সড়প দিতে লারে হে'।

আগে বলরামপুর, বরাবাজার, বাগমুন্ডি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে নানান সম্প্রদায়ের লোক দল বেঁধে এসে ভিড় জমাতো। ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা থেকেও প্রচুর লোক ট্রেনে বা গাড়ি ভাড়া করে এসে মেলায় অংশগ্রহণ করতো। মেলার মূল আকর্ষণ ছিল ছোনাচ, নাচনী নাচ, বুলবুলি নাচ, দ্যাড়শ্যালা নাচ এবং ঝুমুর, বাউল, সাধু গানের আসর। একসময় সার্কাস ও মিনা বাজার বসে এই মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। সারারাত মেলা উপভোগ করার পর ভোর থেকে সবাই ঘরে ফিরতে আরম্ভ করে। আবার সকাল ১০টা বাজতে না বাজতেই মেলা প্রাঙ্গনে সাঁওতালদের জমায়েত শুরু হয়। সারাদিন ধরে দঁশই, বাহা, সহরাই, জাওয়া, করম, পাতা নাচের অনুষ্ঠান চলে। ঐ রাতে পাশের গ্রাম আমারুতে সাঁওতালি নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বলরামপুরের ছাতা মেলায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেশি-বিদেশি গবেষক, শিল্পী, নাট্যকারেরা এসে সমৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা এসে ডাক্তারবাবুর বাগানে থাকতেন। প্রশাসনিক কোন অসুবিধার কারনে এক সময় প্রশাসন রাতের মেলা বন্ধ করে দেন। ফলে ২০১০ সাল থেকে এই মেলা তার কৌলিন্য ও জৌলুস হারাতে থাকে। পরবর্তীকালে ডাক্তার বাবু ও তাঁর পোষ্যপুত্র প্রণয় সিং প্রয়াত হওয়ায় পর থেকে মেলার ঐতিহ্য ম্লান হতে থাকে। প্রথম দিকে মেলার সমস্ত ব্যয়ভার ডাক্তারবাবু বহন করতেন। শোনা যায় একবার মেলার খরচ মেটাতে ডাক্তারবাবু তাঁর বউয়ের গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে ছিলেন। বর্তমানে ছাতা মেলা পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটিতে বেড়মা, ডিপুটাঁড়, শাসনডি, মাঝিডি, কেঁন্দ্রডি, সাপুয়াসহ নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রামের বিশিষ্টজনেরা থাকেন। তাঁরা চাঁদা সংগ্রহ করে মেলা পরিচালনা করেন।

বলরামপুরের ছাতা মেলার মাঠের পার্শ্ববর্তী গৃহস্থ থেকে মহিলারা ছাতার মূল বেদী প্রতিদিন জল দিয়ে ধুয়ে দেয়, সন্ধ্যা দেখায়। শুভ দিনগুলোতে আলপনা এঁকে দেয়। পূজার দিন এখানকার সমস্ত গ্রামের ঘরে ঘরে, ফসলের ক্ষেতে ডালি (কাঁচা শাল ডাল অভাবে দেশীয় যেকোন গাছের কাঁচা ডাল) দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস এর ফলে জমিতে ফসল ভালো হয়, পরিবারে সুখ সম্বৃদ্ধি হয়, অশুভ শক্তির বিনাশ হয়। তাদের ধারণা দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সুবৃষ্টি দিয়ে আমাদের চাষের কাজে সহায়তা করেন আমরাও তাঁর সুরক্ষায় তাঁর মাথায় ছাতা ধরা চেষ্টা করি এই মেলার মধ্য দিয়ে।

তথ্যসূত্র—

১.JUNGLE MUHAL Continuity and Change Chief Editor-Sanjoy Mukherjee– Co-Editors - Nirmalendu Mishra & Binay Barman
২. অথ বলরামপুর কড়চা - বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতি
৩. প্রবন্ধ - ডঃ সুভাষ রায়
৪. ক্ষেত্র সমীক্ষা মধুসূদন গঁরাই ও অন্যান্য গ্রামবাসী। ২০২১

থিম নয়, সাবেকিয়ানায় আস্থা 'আমরা সবাই'-এর

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতার দুর্গাপুজো মানেই থিম। আর এই থিমের পুজো দেখতে দেখতে চোখ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন কোথাও যেন মন খুঁজে বেড়ায় সেই বিংশ শতকের ছয় বা সাতের দশকের পুজোকে। যেখানে পুজোর বাহ্যিক আড়ম্বর ছিল বড়ই কম। ছিল না এতো আলোর রোশনাই। অতি সাধারণ প্যান্ডেল গড়ে অতি নিষ্ঠাভরে হতো মাতৃ আরাধনা। কলকাতা বা কলকাতার উপকণ্ঠে সত্যিই এমন পুজোর খোঁজ মেলা কঠিন। তবে একেবারে যে নেই তাও বলা যাবে না। এই পুজোর খোঁজ আপনি পাবেন না পুলিশের তরফ থেকে প্রকাশিত ম্যাপে। কারণ, কোনওদিক থেকেই এটাকে হেভিওয়েট পুজোর তকমা দেওয়া যায় না। কারণ, না আছে তাদের বাহ্যিক আড়ম্বর। না এ পুজো বিগ বাজেটের। তবে পুরনো কলকাতার দুর্গাপুজোকে আপনি অনুভব করতে আপনাকে একবারের জন্য আসতেই হবে কালিন্দির এসকে বসু সরণিতে। যশোর রোড থেকে কালিন্দির বি-ব্লকের মাঠ পেরিয়ে বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে কয়েক পা এগোলেই নজরে আসবে 'আমরা সবাই'-এর পুজো মণ্ডপ।

'আমরা সবাই' এর এই পুজো দেখতে দেখতে পা দিয়েছে ২৩ তম বর্ষে। সময়ের সঙ্গে খুব যে বদলেছে এই পুজোর চেহারা তা একেবারেই নয়। তবে হ্যাঁ, বদল এসেছে পুজো কমিটিতে। যাঁদের হাতে এই পুজোর শুরু, তাঁরা আজ অনেকেই বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কারও বা চুলে লেগেছে রুপোলি ছোঁয়া। ফলে পুজোর দায়িত্ব এখন এসে পড়েছে নতুনদের হাতে। যাঁরা

পুজো শুরুর সময় ছিলেন একেবারে কিশোর মাত্র। পাশাপাশি বেড়েছে পুজোয় অংশ নেওয়া পরিবারের সংখ্যাও। পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে স্বল্প আলাপচারিতায় জানা গেল, ২০২৫-এর পুজোয় অংশ নিচ্ছেন খুব বেশি হলে শ'তিনেক পরিবার। এঁদের মধ্যে পুজোয় সক্রিয় বলতে হাতে গোনা ২৫টি পরিবারের বেশি নয়। এর থেকে এই পুজো সম্পর্কে আরও একটা ব্যাপার খুব স্পষ্ট যে, 'আমরা সবাই'-এর এই পুজো যতটা না সর্বজনীন, তার থেকে অনেক বেশি পরিবারকেন্দ্রিক।

পুজো সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা সবাই-এর পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন, সময়ের সঙ্গে পুজোর বহর বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু কোনওভাবেই মূল প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনা হয়নি। কোনও পরিবর্তন নেই পুজোর প্রতিমায়। থিমের পুজো করার জন্য হাজারো অনুরোধ-উপরোধ এলেও পুজোর কর্মকর্তারা মায়ের সেই সাবেকি অবয়বকেই ধরে রেখেছেন। কারণ, পুজো উদ্যোক্তাদের ধারনা, মায়ের এই সাবেকি অবয়বে লুকিয়ে আছে এক বাঙালির ঐতিহ্য। আছে এক ভাবগম্ভীরতা, যা মা দুর্গার কল্পরূপের সঙ্গে মেলে। থিমের প্রতিমায় উধাও এই ভাবগম্ভীরতা, যা মোটেই কাম্য নয় পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে।

২০২৫-এর পুজোতেও সেই ট্র্যাডিশন বহাল রেখেছেন 'আমরা সবাই'-এর উদ্যোক্তারা। এবারের পুজোতেও প্রতিমা হচ্ছে সেই সাবেকি ঘরানায়। মায়ের মৃন্ময়ী রূপ দানের দায়িত্বে রয়েছেন প্রতিমা শিল্পী বিশ্বজিৎ দে। প্রতিমা শিল্পী ভীষণ ভাবেই প্রত্যয়ী এই মাতৃরূপ দানে। এই প্রসঙ্গে তিনি এও দাবি করেন, 'এখানে এসে মায়ের মাতৃপ্রতিমা দর্শনে দর্শনার্থীরা পাবেন এক আধ্যাত্মিক স্পর্শ।' তবে এখানে একটা কথা না বললেই নয়। ২০২৫-এর পুজোর প্রতিমা গড়া হচ্ছে পুজো মণ্ডপেই। ফলে খুঁটি পুজো থেকেই পুজোর একটা রেশ ছড়িয়ে পড়েছে এসকে বসু সরণিতে। পুজো মণ্ডপেও থাকে না বিশেষ কোনও চমক। চেহারায় তা একেবারেই সাবেকি। মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে রয়েছে অজিত পালের বিজয়া ডেকরেটর্স। স্থানীয়দের কাছে অজিত পাল অবশ্য অনেক বেশি পরিচিত 'ভোম্বলদা' নামেই। পাশাপাশি আলোতেও বিশেষ কোনও আকর্ষণ যে আছে তাও বলা যাবে না বলেই জানালেন পুজো উদ্যোক্তারা। সেই পুরনো বাল্বের মালা থেকে আধুনিক কিছু এলইডি লাইটে আলোকিত হয় পুজো প্রাঙ্গন। তবে থাকে দু-একটা আলোর গেট। না হলে দুর্গাপুজোর সেই আবহটা যে তৈরিই হতে চায় না যে। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন রাজু দাস। তবে সব মিলিয়ে শঙ্খ-ঢাক-কাঁসরের আওয়াজের এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে হবে 'আমরা সবাই'-এর মাতৃ আরাধনা।

'আমরা সবাই'-এর উদ্যোক্তারা জানান, এবারের পুজোর শুরু পঞ্চমীর দিন। পুজো উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুনমুন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে থাকবে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। আর এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন স্থানীয়রাই। তবে এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কাড়বে কচিকাঁচারা। এবছর এই অনুষ্ঠানে থাকছে আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ। পুজোর শুরু থেকে কাদের হাত ধরে কী ভাবে এগিয়ে গেছে এই পুজো তা তুলে ধরা হবে ছোট এক ডকুমেন্টরিতে। এর পাশাপাশি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে তাঁদের উদ্দেশ্যেও, যাঁরা এই পুজোর সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে।

একদিকে যখন কলকাতা জুড়ে দুর্গাপুজোয় জাঁকজমকের অন্ত নেই সেখানে এতো অনাড়ম্বর ভাবে পুজো কেন সে প্রশ্নের উত্তরে কোথায় একটা হাল্কা হতাশার সুর ধরা পড়ল উদ্যোক্তাদের গলায়। এই প্রসঙ্গে তাঁরা একে একে তুলে ধরলেন এই পুজো নিয়ে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা। সব থেকে বড় প্রতিবন্ধক হল অর্থ। কারণ, এই পুজোর যে ফান্ড তৈরি হয় তা পিছনে রয়েছে স্থানীয় ৩০০টি পরিবারই। বাইরে থেকে কোনও ধরনের আর্থিক সাহায্য মেলে না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে নেই কোনও হেভিওয়েট নেতাও। ফলে সেখান থেকেও কোনও ধরনের আর্থিক সহায়তা আসার সম্ভাবনাও নেই। ফলে পুজোর বহর বাড়লেও ফান্ড সেই একই থেকে যাচ্ছে। ফলে ইচ্ছে অনেক থাকলেও হাত পা বাঁধা পুজো উদ্যোক্তাদের। সব মিলিয়ে বাজেট আড়াই লাখের বেশি নয়। তবে এই সামান্য পুঁজিতেও পুজো নিয়ে কোনও খামতি রাখতে নারাজ পুজো উদ্যোক্তারা। অষ্টমীর দিন পুজো মণ্ডপ থেকে দেওয়া হয় ভোগ। এই ভোগ সবার জন্যই। এরপর নবমীতে স্থানীয় প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যায় খাবারের প্যাকেট। বসিয়ে খাওয়ানোর ইচ্ছে থাকলেও তা হয়ে ওঠে না পুজো প্রাঙ্গনের পরিসর অত্যন্ত ছোট হওয়ায়। এরপর প্রথা মেনে দশমীর দিন-ই হয় মাতৃ প্রতিমার নিরঞ্জন। সেখানেও চমক বা জমক বলতে প্রায় কিছুই নেই। ঢাকের বাদ্যির বোলে পুজো কমিটির সদস্যদের হাত ধরে মা এগিয়ে যান ঘাটের দিকে। এরপর সেখানেই মাকে এবছরের মতো জানানো হয় বিদায়। অশ্রুভরা নয়নে কানে কানে পাড়ার বৌয়েরা বলেন, 'আবার এসো মা'।

সপ্তাহান্তে ছুটির পাশাপাশি আরও দুটো দিনের ছুটি মঞ্জুর করতে পারলেই ঘুরে আসা সম্ভব হি-বার্মিওক থেকে। সিকিমের এই গ্রাম দু'টি এখনও সেভাবে লোকপ্রচার পায়নি। তাই নির্জনতায় কোনও বাধা আসবে না। প্রকৃতি তার রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে অপেক্ষা করছে শুধু আপনারই জন্য। সুউচ্চ পর্বত শিখর, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাইন গাছের সারি, পাহাড়ের কোল দিয়ে সাজানো ছোট ছোট বাড়ি, অখণ্ড অবসরই এই গ্রামদুটোর ইউএসপি।

পশ্চিম সিকিমের এ যেন দুই যমজ কন্যা— হি আর বার্মিওক। পাহাড়ঘেরা পাশাপাশি অনেকগুলো গ্রামের মধ্যে হি-বার্মিওকে রয়েছে অনেকগুলো হোম স্টে। তাই থাকার জায়গার কোনও অভাব নেই। পাহাড়ি গ্রামদুটোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই মন ভোলাবে ভ্রমণার্থীদের। তার ওপর রয়েছে বরফ-মোড়া পাহাড় চূড়ার হাতছানি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে গ্রামের বেশ কিছু জায়গা থেকে চোখে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এপ্রিল-মে মাসে রাস্তার দু'ধার দিয়ে ফুটে থাকে থোকা থোকা রডোডেনড্রন। আর বছরভর নানা পাহাড়ি ফুল তো রয়েইছে। দেখলে মনে হয় শিল্পী যেন খুব যত্ন নিয়ে ক্যানভাসে রং-তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য।

কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ৬০০ কিমি। শিলিগুড়ি থেকে ১৫০ কিলোমিটারের একটু বেশি। তিস্তা থেকে সেবক রোড ধরে এগিয়ে গেলেই পৌঁছে যাবেন এখানে। বেশিরভাগ হোম স্টে-তে রয়েছে গাড়ির ব্যবস্থা। দেখে নেওয়া সম্ভব শ্রীজঙ্ঘা ফলস, শ্রীজঙ্ঘা কেভ। ছায়াতালও এই জায়গা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে। হাতে অতিরিক্ত একটা দিন সময় থাকলে সেখান থেকেও ঘুরে আসতে পারেন।

কী দেখবেন?

শ্রীজঙ্ঘা মন্দিরটি লিম্বো সম্প্রদায়ের উপাসনাগৃহ। বার্মিওক বাজার থেকে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়ে মন্দিরটি। স্থানীয়দের মধ্যে এটির মান্যতাও খুব। মন্দিরের সামনেই রয়েছে একটি বড় পাথর। কথিত আছে, এটির ওপর বসেই ভক্তদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন তাদের ধর্মগুরু।

এরপর চলে যান শ্রীজঙ্ঘা ফলস দর্শনে। মন্দির থেকে গাড়িতে ২ কিমির রাস্তা। তারপরের পথটা যেতে হবে পায়ে হেঁটে। পাহাড় বেয়ে খানিকটা এগোলেই চোখে পড়ে ঝরনাটি। চারদিকে পাহাড় ঘেরা এই ঝরনাটি বেশ নির্জন। বেশ গা ছমছমে একটা পরিবেশ। প্রায় ১০০ ফুট

উচ্চতা থেকে জলরাশি আছড়ে পড়ছে কঠিন পাথরে। আর সেই শব্দে যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা এলাকাটা। পাশেই শ্রীজঙ্ঘা কেভ।

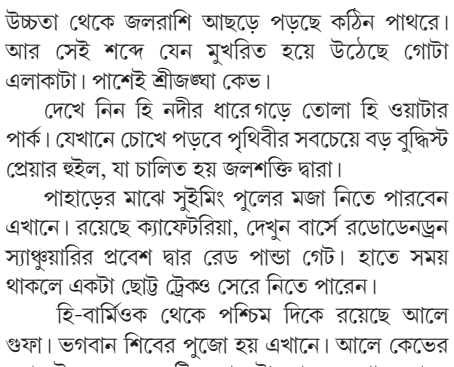

দেখে নিন হি নদীর ধারে গড়ে তোলা হি ওয়াটার পার্ক। যেখানে চোখে পড়বে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধিস্ট প্রেয়ার হুইল, যা চালিত হয় জলশক্তি দ্বারা।

পাহাড়ের মাঝে সুইমিং পুলের মজা নিতে পারবেন এখানে। রয়েছে ক্যাফেটেরিয়া, দেখুন বার্সে রডোডেনড্রন স্যাঞ্চুয়ারির প্রবেশ দ্বার রেড পান্ডা গেট। হাতে সময় থাকলে একটা ছোট্ট ট্রেকও সেরে নিতে পারেন।

হি-বার্মিওক থেকে পশ্চিম দিকে রয়েছে আলে গুফা। ভগবান শিবের পুজো হয় এখানে। আলে কেভের ওপরেই রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার। সেখান থেকে পাওয়া যাবে হিমালয়ের ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ।

বার্মিওক বাজার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ছায়াতাল। পশ্চিম সিকিমের অন্যতম আকর্ষণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাহাড়ের মাঝে একটা ছোট্ট তাল বা লেক। আকাশ পরিষ্কার থাকলে তালের রং গাঢ় সবুজ দেখায়। এখানেও রয়েছে বেশ কয়েক'টি ছোট ছোট হোম স্টে। রয়েছে লেকে বোটিংয়ের ব্যবস্থাও। ছায়াতাল থেকেও বেশ পরিষ্কার ভাবে চোখে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কখন যেন সময় কেটে যায়।

কীভাবে যাবেন?

শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে পৌঁছে যান এনজেপি। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া নিয়ে হি বা বার্মিওকে। ঘণ্টা চারেকের জার্নি। তবে চাইলে শেয়ার গাড়িতেও যেতে পারেন। শিলিগুড়ি থেকে শাটল জিপে করে মাল্লি বা জোরথাং। সেখান থেকে আরেকটি শেয়ার গাড়িতে হি-বার্মিওক। ■